বঙ্গীয় জাতিমালা

বা

জাতি বিভাগ।

প্রথম ভাগ।

—o—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাক বিএ, বি এল্
মুন্সেফ কৃত।

—:o:—

THE Caste system in Bengal.

BY

Gobinda Chandra Bysack, B. A. B. L.
Munsiff.

There is nothing on earth higher than truth.

—o—

ময়মনসিংহ—বাসন্তীযন্ত্রে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—o:(*):o—

এই পুস্তক গ্রন্থকারের নিকটে অথবা ঢাকা সহর অমরাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বসাকের নিকটে প্রাপ্তব্য।

Price 8 Annas.

বঙ্গীয় জাতিমালা

বা

জাতি বিভাগ।

প্রথম ভাগ।

—o—

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাক বিএ, বি এল্

মুন্সেফ কৃত।

—:o:—

THE Caste system in Bengal.

BY

Gobinda Chandra Bysack, B. A. B. L.

Munsiff.

There is nothing on earth higher than truth.

—o—

ময়মনসিংহ—বাসন্তীযন্ত্রে

শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

—o:(*):o—

এই পুস্তক গ্রন্থকারের নিকটে অথবা ঢাকা সহর অমরাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বসাকের নিকটে প্রাপ্তব্য।

Price 8 Annas.

বঙ্গীয় জাতিমালা।

বোধহয় পাঠক কে আর্য্য জাতি সম্বন্ধে পরিচয় দিতে হইবে না। আর্য্যাবর্ত্তে পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এবং দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে, সেই জাতির বাসভূমি। তবে মনে করিতে হইবে না, যে সেই সব স্থানের সমস্ত লোকই আর্য্য। বিবেচনা করুন বঙ্গদেশে অধিবাসীর সংখ্যা চারি কোটি লোক, তন্মধ্যে মাত্র ৪০ লক্ষ লোক আর্য্য, আর সমস্তই অনার্য্য। এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণ কে? আর্য্যদের পুর্ব্বে যে জাতি পৃথিবীতে বাস করিয়াছিল, তাহারা আটলান্টিয়ন নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকাতে প্রবেশ করার পুর্ব্বে, তদ্দেশবাসীগণ সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এইক্ষণ মেক্সিকো, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় তাহাদের সেই অতীত সভ্যতার পরিচায়ক। আমেরিকার সেই আদিম নিবাসীগণ যাহারা রেড্ইণ্ডিয়ান নামে খ্যাত, লঙ্কায় রাবণ রাজা ও ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় যে

ময়দানব কর্ত্তৃক তাঁহার সভাগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহারা সেই আটলান্‌টিয়ন জাতি সম্ভূত। আটলান্‌টিয়নেরা মনুষ্য জাতির চতুর্থ ও আর্য্যেরা মনুষ্য জাতির পঞ্চম স্তর হয়। ভারতবর্ষের আদিম নিবাসীগণ সেই আটলানটিয়ন জাতির অন্তর্ভূত। বঙ্গদেশে সৎগোপ, রাজবংশী, বাগদি, কোল, সাঁওতাল, গারো, ভিল, এবং অপর যে সমস্ত লোক চাষ ও পশু পালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ, সেই অনার্য্য জাতির অন্তর্ভূত। এইক্ষণ ভারতবর্ষের আর্য্যেরা কে এবং তাহারা কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখা যাইতেছে।

আর্য্যদের আদিম বাসস্থান ও অবস্থা সম্বন্ধে কোন ইতিহাস নাই। তাহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও গতি বিধি জানিবার একমাত্র উপায়, সেই জাতির ভাষা। অনেক সময়ে ভাষার সাহায্যে কোন জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মধ্যে২ সেই ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ভাষাবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে আর্য্যজাতি হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিমে মধ্য আসিয়ার কোন প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষ, পারস্য, গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়। সংস্কৃত বেদের ভাষা ও পারসিদের ধর্ম্মপুস্তক জেন্দাবেস্তার ভাষা, এতদুভয়ের

মধ্যে যেরূপ সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহাতে সংস্কৃত ভাষী ভারতবর্ষীয়েরা ও অগ্নিপূজক প্রাচীন ইরাণ বা পারস্য দেশ বাসিগণ যে এক পূর্ব্ব পুরুষের সন্তান, তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মনি ও ইংরেজীর সঙ্গে সংস্কৃতের অনেক সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমি পাঠককে দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব—

সংস্কৃত	গ্রীক	লাটিন	ইংরেজী	বাঙ্গালা
পিতৃ	পেতর	পেতর	ফাদর্	পিতা
মাতৃ	মিতির	মেতর্	মাদর্	মা, মাতা
ভ্রাতৃ	ফ্রাত্রির্	ফ্রেতর্	ব্রাদর্	ভাই, ভ্রাতা
দুহিতৃ	থুগেতির্	—	ডটার্	দুহিতা
নাসা	—	নাসক্	নোস্	নাক, নাসা
মুষ	মুস্	মস্	মাউস্	মুষ্
দিব্য	দিও	দাইবস্	ডিবাইন্	দিব্য
তারা	আষ্টার্	আষ্ট্রম্	ষ্টার্	তারা
দ্বি	দুও	দুও	টু	দুই (দ্বি)
ত্রি	ত্রিস্	ট্রেস্	থ্রি	তিন (ত্রি)
সপ্তম	হেপ্ত	সেপ্তম্	সেবেন্	সাত (সপ্ত)
দশম্	দেক্	দেশম	টেন্	দশ
সহস্র	ছিলিয়স্	মিল্লি	থাউজণ্ড	হাজার

এই সমস্ত ভাষাতে দৃষ্ট হয় যে একশত পর্য্যন্ত অঙ্ক পরস্পর মিল আছে। যখন আর্য্যেরা একস্থানে ছিল,

তখন সহস্র পর্য্যন্ত অঙ্ক তাহাদের মধ্যে ভালরূপে চল হইয়াছিল না। সেই জন্য সহস্র শব্দে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত ও জেন্দ ভাষাতে সহস্র শব্দেও ঐক্য আছে। যথা সংস্কৃত সহস্র ও জেন্দ হাজার একই শব্দ। ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে আর্য্যদের মধ্যে কতক জর্ম্মনি, গ্রীস্ প্রভৃতি পশ্চিম দেশে চলিয়া গেলে, ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব পুরুষগণ ও অগ্নিপূজক পারসিরা কিছুকাল একস্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এইরূপ আর্য্যদের সমস্ত ভাষাই যে একমূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তবে কোন২ ভাষাতে মূল শব্দ সম্পূর্ণ আকারে রহিয়াছে, কোন২ ভাষাতে বা তাহার কতক পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইয়াছে; যথা সংস্কৃত "অস্" ধাতু হইতে প্রথম পুরুষে বহুবচনে "মস্" প্রত্যয় যোগে সংস্কৃতে "স্মঃ" কিন্তু গ্রীকভাষাতে সেই শব্দ "এস্মঃ" হয়। অস্ ধাতুর "অ" সংস্কৃতে লোপ পাইয়াছে কিন্তু গ্রীকভাষাতে তাহা বর্ত্তমান আছে। অতএব কোন এক আর্য্যভাষা হইতে অন্য আর্য্যভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলা, ভ্রম বই আর কিছুই নহে। কেহ২ বলেন যে গ্রীক ভাষা হইতে আর সমস্ত আর্য্যভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ বলা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। দেখা যায় যে লাটিন

"সান্ত" শব্দ গ্রীক "এন্তি" হইতে অধিকতর সম্পূর্ণ আকারে আছে, সংস্কৃত "সন্তি" তদপেক্ষাও সম্পূর্ণ।

আর্য্যদের জন্মভূমি নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। কেহ২ বলেন ইয়ুরোপের পূর্ব্বাংশে সেইস্থান হয়। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদের এই মত যে ইরাণ বা পারস্য দেশের উত্তরে কোন জনপদ আর্য্যদের প্রথম বাসভূমি ছিল। ইংরেজদের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলে জলপ্লাবনের পর নোয়ার আর্ক আরারট পর্ব্বতের উপরে স্থিতি সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তদ্দ্বারাও সেইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। ভাষা বিজ্ঞান (The sceince of language) সম্বন্ধে লিখা আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। অতএব তৎসম্বন্ধে আমি এপর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতি ব্রহ্মার চারিঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ইহা অনেকে গল্পবিশেষ মনে করেন। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে জাতি বিভাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রাচীন কালে সেইরূপ কিছুই ছিলনা। ইয়ুরোপ মহাদেশে মুক্ষমুলর ওয়েবার ও ডাক্তার রথ এই তিন ব্যক্তি বৈদিক বিদ্যাতে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে পূর্ব্বতনকালে হিন্দুদের মধ্যে জাতি সম্বন্ধে কোনরূপ পার্থক্য ছিলনা। যখন আর্য্যেরা হিন্দুকুশ

পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পঞ্চ নদীর তীরে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন তাহারা এক সময়ে ভূমি কর্ষণ এবং নিজেদের রক্ষার্থ আবশ্যক মতে অস্ত্র ধারণ উভয় কার্য্যই করিত। সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব ছিল। আর্য্যেরা ক্রমশঃ পঞ্জাব হইতে বিস্তৃত হইয়া গঙ্গার উপত্যকা ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং বাস করিতে থাকেন।

এই সরল প্রকৃতি আর্য্যেরা একস্থানে শান্তভাবে অবস্থান কালীন তাহাদের মধ্যে বিদ্যার আলো ক্রমে প্রবেশ করিয়া ছিল। ঋগ্বেদে দেবতাদের যে সমস্ত স্তব ও গুণ গান রহিয়াছে এবং পরবর্ত্তী সময়েতে যে যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহা হইতে আর্য্যেরা যে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ছিলেন তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে আর্য্যেরা মধ্য আসিয়া হইতে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া গ্রীস, ইটালি ও জর্ম্মনি দেশে গমন করেন। তথায়ও তাহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধির চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির পূর্ব্ব পুরুষ সাক্সন জাতিও জর্ম্মনি দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক ইংলণ্ড জয় করিয়া তথায় রাজ্য স্থাপন করেন।

আর্য্যদের মধ্যে যাহারা বেদ জানিত, তাহাদের

প্রভুত্ব জনসাধারণের উপরে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। সেই জন্য তাহারা সেই জ্ঞান নিজেদের মধ্যে এবং আপন সন্তান সন্ততির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিবাহ মন্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধেও যে তাহাদের এক চেটিয়া ছিল, তাহা বেশ অনুমান করাযায়। যাহারা এইরূপে বেদ জ্ঞানে ও বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহারাই ব্রাহ্মণত্বপদ লাভ করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মণরা অপর সমস্ত লোক হইতে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে তাহাদের একাধিপত্য জন্মিয়া ছিল। সাধারণ লোকেও ব্রাহ্মণদিগকে অমানুষিক শক্তি সম্পন্ন মনে করিত। ব্রাহ্মণরাও সেই লব্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতনা। ক্ষত্রিয়দের স্কন্ধে দেশ শাসনের ভারছিল। তাহাদের পক্ষে ব্রাহ্মণদের সেই অপরিসীম প্রভুত্ব অসহ্য হইয়া উঠিল। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। পরশুরাম ব্রাহ্মণদের নেতা ছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে পরশুরাম পৃথিবীকে তিন বার প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তৎপর বৌদ্ধদেব পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া পূজা বলি ইত্যাদির অসারত্ব দেখাইয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার করেন এবং "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই উপদেশ সকলকে প্রদান করেন। একসময়ে সমস্ত ভারতবর্ষবাসীগণ বৌদ্ধধর্ম্মে

দীক্ষিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণদের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে আর্য্যেরা ক্রমশঃ পঞ্জাব হইতে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বিস্তৃত হন। তথায় পঞ্চাল হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর ও রাজ্য স্থাপন করেন। আরও পূর্ব্বদিগে বিস্তৃত হওয়ার পর কোশল ও মগধ রাজ্য তাহাদের দ্বারা স্থাপিত হয়। এইরূপ বিস্তার দ্বারা আর্য্যদের পার্থিব বৈভবের অনেক উন্নতি হইয়া ছিল। যজ্ঞ, হোম, পূজার নিয়মাবলী অনেক জটিল ও আড়ম্বর পূর্ণ হইয়া ছিল। ব্রাহ্মণেরাই এই সমস্ত নিয়ম অবগত ছিল এবং কেবল তাঁহাদেরই সেই যাগ যজ্ঞ ও পূজা করার অধিকার ছিল। এইসব কারণ বশতঃ বিদ্যাহীন সাধারণ লোকে ব্রাহ্মণদিগকে দেবতুল্য মনে করিত। ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের সমস্ত জীবন পার্থিব ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ করিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে, যাগ যজ্ঞ ও পূজার কার্য্যে অতিবাহিত করিত। সময়েতে ব্রাহ্মণ সন্তান ব্যতীত অন্যেরএসমস্ত যাগ যজ্ঞ ও পূজা করার অধিকার ছিল না। অতএব তাহারাসমাজের অপর লোক হইতে পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল। যদিও তাহারা নিম্ন শ্রেণী হইতে কন্যা গ্রহণ করিত, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের হস্তে ব্রাহ্মণ কন্যা সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলনা।

কেহ কেহ বলেন সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ব্রাহ্মণদিগকে নানা সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত করিয়া সৃজন করিয়া ছিলেন। তাঁহারা সেই সমস্ত গুণের প্রভাবে ক্রমশঃ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি ক্ষত্রিয়দিগকেও তাহাদের নিকটে পরাভব স্বীকার করিতে হইয়া ছিল। এতদুভয় থিওরির (Theory) মধ্যে কোনটী যে প্রকৃত তাহা নিরূপণ করা দুরূহ।

পদ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

" বাস্তবিক বর্ণভেদ বলিয়া কিছুই নাই, কেননা সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় ; এইজগৎ প্রথমে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া পরে কর্ম্মদ্বারা বর্ণ ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ সকল মানুষ গোড়ায় এক, কেবল কর্ম্মগুণে বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত হইয়া থাকে এবং জন্মান্তরে বিভিন্ন অবস্থা ও কর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবলে এজন্মে যেমন বর্ণবিশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এজন্মে তেমনি আপন বর্ণ-ধর্ম্ম পালন করিয়া এবং ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে পরজন্মে উচ্চতর অবস্থা অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণ ও ব্যবসায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।"

ঐরূপ সদৃশ কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয় বা রাজবংশের উৎপত্তি হইয়া ছিল। পাঠক ! আপনি কুচবেহারের রাজবংশীয়দের কথা মনে করিবেন না; কারণ তাহারা অনার্য্য। ক্ষত্রিয়দের হস্তে রাজ্য শাসনের ভার ছিল।

সিংহাসনাধিরূঢ় রাজার সিংহাসন ও রাজসভার বৈভব ও ঐশ্বর্য্য দর্শনে গরিব সর্ব্বসাধারণ লোকে রাজাকে নিজ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিত। এইরূপ অবস্থাতে রাজা আপন কন্যাকে রাজা ভিন্ন সাধারণ কোন ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইতেন না। তখন ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যের রাজা হওয়ার অধিকার ছিলনা। অতএব দেশের রাজা বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়াতে সামাজিক যে সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করিত, অপর ক্ষত্রিয়দিগকে ও সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এইরূপে বিশেষ২ নিয়ম ও পদ্ধতি দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকেও ধনী বৈশ্যের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার সাধ্য ছিলনা। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আর্য্যদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণী ভুক্ত হইলেও, অপর লোক সমস্ত এক বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদাধ্যয়ন ও যাগ যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কার্য্য ছিল; রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ছিল, কিন্তু বৈশ্যেরা আপন২ ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুসারে ভিন্ন২ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পরবর্ত্তী সময়ে অনার্য্যদিগকে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা হইয়া ছিল, এবং তাহারা শূদ্রনামে অভিহিত হইয়া ছিল। মনু সংহিতার পূর্ব্বেই যে এই

ঘটনা ঘটিয়া ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকালও সেইরূপ ঘটনা অহরহ ঘটিতেছে। রঙ্গপুরে রাজবংশী দিগকে যে হিন্দু সমাজ ভুক্ত করা হইতেছে, তাহা ইহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। শ্রীহট্টেও তদ্রূপ ঘটনা বিরল নহে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তা মহর্ষি মনু তৎসাময়িক প্রচলিত সামাজিক নিয়মাবলী আপন সংহিতাতে একত্রীভূত করিয়া ছিলেন এবং তাহাই বর্ত্তমান আকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র।

অতএব বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে জাতি বিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহা হিন্দু সমাজে ক্রমে২ প্রবেশ করিয়াছে। সেইরূপ বিভাগ প্রথম যে কোনসময়ে আরম্ভ হয়, নিশ্চয়রূপে বলা যায়না; কিন্তু সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত অতি দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দুদের মধ্যে জাতি বিভিন্নতা পুরাণের সময়েতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া ছিল।

এইরূপ জাতি বিভাগ হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমস্তই এক সমাজভুক্ত ছিল। তাহাদের সকলেরই একরূপ ক্ষমতা ও অধি-কার ছিল এবং তাহারা হিন্দু নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের মধ্যে আহার, বিহার, শয়নোপবেশন সম্বন্ধে কোন নিয়মের প্রার্থক্য ছিলনা। যাহার যেরূপ অভিরুচি ছিল সে সেইরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে

পারিত। তখন আর্য্যদের মধ্যে সর্ব্ব সাধারণ সকলেরই একত্র বসিয়া পান ভোজন করার কোন বাধা ছিলনা। যাহার যাহাকে ইচ্ছা সে তাহাকে বিবাহ করিত এবং অন্যান্য বিষয়েও সামঞ্জস্য ছিল। বর্ত্তমান সময়েতে একজন হিন্দু যদ্রূপ অন্যকে ঘৃণা করে, সেইরূপ ভাব তাহাদের মধ্যে ছিলনা। জাতি বিভাগ বর্ত্তমান সময়েতে সেই ঘৃণা ও অনৈক্যের বীজ বপন করিয়াছে।

আমি এতৎসম্বন্ধে মহাভারত হইতে একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে যখন ক্ষত্রিয় রাজগণ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া ছিলেন, তখন দ্রুপদ রাজপুত্র স্বয়ম্বর সভাতে উপস্থিত সমস্ত সভ্যাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মধ্যে যে কেহ লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার হস্তেই আপন ভগ্নিকে সমর্পণ করিবেন।

শাক্যসিংহের বিবাহ কালীন রাজা শুধোদন যে গাথা প্রচার করিয়া ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈবচ।
যস্যা এতে গুণা সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয়॥

অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি

জাতির মধ্যে যদি কোন কন্যার গাথাতে উল্লিখিত গুণ সমুদয় থাকে তাহাকেই পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিব।

ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে খৃষ্ট জন্মিবার ২৪৫০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় জাতিভেদ ভারতবর্ষে ছিল না।

মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনক সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁহার নিকটে অনেক জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন এবং বিদ্যাশিক্ষা করেন। ইহাতে মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। রাজর্ষি জনক যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব ঘুচিয়া ব্রাহ্মণত্ব হয়। যজ্ঞবল্ক্য ঋষি তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলেন। জনক রাজা তদবধি ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। যদিও ইহারা পরস্পর অনেক দূরবর্ত্তী সময়ে বাস করিয়াছিলেন, তথাপি এই কথা দ্বারা তখনকার প্রথা অনেক টের পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে বহুতর দৃষ্টান্ত এইরূপ পাওয়া যায়, যে ব্রাহ্মণের সন্তান না হইলেও কেহ২ নিজ ক্ষমতা ও বুদ্ধিবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও দেখা গিয়াছে, যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কাশীতে বাসকালীন কৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুণে মোহিত হইয়া, তিনি জাতিতে

বৈশ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার পদ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব সর্ব্বদেশে সর্ব্ব সময়ে গুণের আদর রহিয়াছে।

পূর্ব্বকালে যেভাবে কর্ম্মবিভাগ ছিল, তদ্দ্বারা শরীর ও আত্মার উন্নতি সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধকতা হইত না। পরবর্ত্তী সময়ের জাতি বিভাগদ্বারা তাহার বিপরীত ফল হইয়াছিল। সেই জাতি বিভাগদ্বারা এই অবস্থা দাঁড়াইয়া ছিল, যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর সকলকেই জ্ঞানের আলো হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল। একজন বিচক্ষণ লেখক বলিয়াছেন "জ্ঞানই মনুষ্য জাতির মানসিক আহার এবং জীবনের জীবন"। রাজর্ষি জনক সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, যে ঐতিহাসিক সময়ের পূর্ব্বতনকালে ব্রাহ্মণেরা উপযুক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইতেন না। বর্ত্তমানকালে যেরূপ কেবল ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করার অধিকার আছে, প্রাচীনকালে সেইরূপ কিছু ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনই দ্বিজ ছিল।

জাতি বিভাগ মনুষ্যের উন্নতির অন্তরায়। ভারত বর্ষে আইন,ব্যবস্থা,সমাজনীতি ইত্যাদি চিরকাল অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে থাকাতে, সমাজের উন্নতি হইতে পারে

নাই! যে মহাত্মারা প্রাচীন ভারতবর্ষের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসময়ের কি যে উপযোগী তাহা ভালরূপে বুঝিতেন। সেই সময় চলিয়া গেলে সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তদ্রূপ কিছু না হওয়াতে ভারতবর্ষবাসীদের কোনউন্নতি হয় নাই। হিন্দুদের পবিত্র সনাতন ধর্ম্মই সেই জাতিকে এপর্য্যন্ত অসংখ্য অত্যাচারের বিষময় ফল হইতে রক্ষা করিয়াছে। অতএব ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ সেই গুণবান মহাত্মারা নহেন, কিন্তু যে সব অদূরদর্শী লোক সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে২ আধুনিক সমাজের উপযোগী করিয়া নিয়ম ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন নাই, আমি তাহাদিগকে দোষী মনে করি।

প্রাচীন মিসর, গ্রীস ও রোমরাজ্য কালের গর্ব্ভে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এপর্য্যন্ত হিন্দুদের ধর্ম্মই ভারতবর্ষকে জীবিত রাখিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র এবং খৃষ্টীয়ধর্ম্মের অনেক সত্য হিন্দুধর্ম্ম হইতে নীত হইয়াছে। ইহুদীদের বাইবেলের অনেক কথা মহম্মদের কোরাণে পাওয়া যায়। সত্যের আলোক পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডে ধর্ম্মের আলো অতি ক্ষীণ। সেই মহাদেশবাসিগণ পার্থিব

ঐশ্বর্য্যেই মগ্ন রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষবাসীদিগকেও সেই রোগে কতক আক্রমণ করিয়াছে।

ইয়ুরোপীয় সমাজে সর্ব্বসাধারণ সকলেই ইচ্ছা করিলে ধর্ম্মোপদেশক হইতে পারে; কাহাকেও সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয় না। এক সময়ে ভারতবর্ষেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। সময়ে কেবল ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম্ম যাজক হওয়ার অধিকার জন্মিয়াছিল এবং অপর দুইজাতিকে সেই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়া ছিল। আমরা ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি, যে জাতি বিভাগ সম্বন্ধীয় নিয়মের কাঠিন্য হেতু অনেকে হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা হিন্দু সমাজভূক্ত ছিল, তাঁহারা কোনরূপে দল হইতে বিচ্ছিন্ন না হইতে পারে, সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কঠিন নিয়মদ্বারা আবদ্ধ করিয়াছিলেন!

আদিম নিবাসিগণ ক্রমে২ হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে শূদ্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল। তাহারা আপন২ পূর্ব্ব পুরুষাগত বৃত্তি ও ব্যবসাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ সংহিতাকারগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি স্থিরতর রাখিয়া, তাহাদের সংযোগদ্বারা কতকগুলি সঙ্করজাতির উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন;

যথা—ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্যা মাতা হইতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি; ব্রাহ্মণী মাতা ও শূদ্র পিতা হইতে চণ্ডালের উৎপত্তি, শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতা হইতে ছত্রি জাতির উৎপত্তি ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে জাতিগত কোন ভেদ ছিল না। অতএব তখন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে অথবা বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ে বিবাহ বিচিত্র ছিল না। মানবধর্ম্ম শাস্ত্রপ্রণেতা মনু যখন সেই সঙ্কর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন তখন আমার পক্ষে এতৎসম্বন্ধে, কোন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করা বিধেয় নহে। এইক্ষণ যে ভিন্ন২ জাতির ভিন্ন২ ব্যবসায় দেখা যায়, প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতর বিশেস না করিয়া তৎসমুদয় সর্ব্ব-সাধারণ এক বৈশ্য জাতিতে সংসৃষ্ট ছিল। তখনকার বৈশ্যেরা আপন২ প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা অনুসারে যাহার যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছা হইত, সে সেই ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারিত। তখন বৈশ্যদেরমধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বণিক, চিকিৎসা বিদ্যা বিশারদ বৈদ্য, কারুকর্ম্মাভিজ্ঞ স্বর্ণকার, গৃহব্যবহার্য্য লৌহদ্রব্য নির্ম্মাতা কর্ম্মকার; পরিধেয় বসন প্রস্তুতকারী তন্তুবায়, ও মৃণ্ময়পাত্র গঠনকারী কুম্ভকার প্রভৃতি সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই ছিল। পরস্পরের প্রতি সকলেরই ভ্রাতৃ-

ভাব ছিল। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর লোক যদ্রূপ অপর শ্রেণীর লোককে ঘৃণা করে, সেইরূপ কোন ভাব তখন ছিল না।

গ্রীস দেশীয় ভ্রমণকারী মিগসথনিস্ সাহেব খৃষ্ট জন্মিবার ৩০০বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করেন। সেই সময়ে যে সমস্ত লোক শিল্পকর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের সম্বন্ধে মিগসথনিস্ সাহেব লিখিয়াছেন "এই শ্রেণীর লোকদিগকে টেক্স দিতে হয় না,বরং তাহারা রাজকোষ হইতে পরিবার প্রতি-পালনের জন্য বৃত্তি পাইয়া থাকে।" অতএব দেখা যায় বর্ত্তমান কালীন হীনপ্রভ হিন্দুদের ন্যায় শিল্প-বিদ্যার অবজ্ঞা না করিয়া, প্রাচীন ভারতের হিন্দুরা শিল্প বব্যসায়ী লোকদিগকে সম্মান করিত। দুঃখের বিষয় যাজ্ঞবল্ক্য আপন সংহিতাতে শিল্প ব্যবসায়ীদের উপরে সর্ব্বপ্রথম সেই ঘৃণা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শিল্প ব্যবসায়ী লোকদের চরিত্রগত সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অধিক না লিখিয়া আমি এই মাত্র লিখিতেছি,যে তাহারা সাধারণতঃ সৎ, শান্তপ্রকৃ. ধর্ম্মভীরু।

বস্নুক জাতি।

—o—

আমি এইক্ষণ বঙ্গদেশের বস্নুক জাতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাসনা করি।

যে প্রাচীন আর্য্যজাতি বঙ্গোপসাগর, আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য করিতেন এবং ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায় দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের নাম "বস্নুল" রাখিয়াছিলেন, যাঁহারা যাবা, বর্ণিও প্রভৃতি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া, সেই সমস্ত দ্বীপে ও পূর্ব্বোপদ্বীপের অনেক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যাহারা আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব্বাংশে বসোকো, বসোগো এবং বসকি নামে অভিহিত; সেই বস্নুক জাতি সম্বন্ধে জানিতে বোধ হয় অনেকেই কৌতূহল পরতন্ত্র হইবেন। আটলান্টিয়ন জাতির অতীত গৌরবের ন্যায় তাঁহাদেরও পূর্ব্ব মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য লোপ পাইয়াছে। মনু সংহিতা, উশনঃ সংহিতা ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে সেই বস্নুক জাতির উল্লেখ রহিয়াছে। মনু সংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সমুদ্র যান কুশলা দেশ কালার্থ দর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥

অর্থ—সমুদ্র-যান কুশল ও দেশ কালার্থদর্শী বণিকেরা যে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে ও কালপূর্ণ হইলে পাইতে পারে।

মারে সাহেব তাহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের ২৭ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন—"আরবদেশস্থ দেদান ও ইদুমিয়া বন্দর দ্বয়ে যে বহুমূল্য বস্ত্রাদির বাণিজ্য হইত, তাহা যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা করিত, তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

ডাক্তার বুলর সাহেব লিখিয়াছেন—"যে সময়ে হিন্দুরাজারা পরাক্রমশালী ছিলেন, সেই সময়ে সমুদ্র পথে যাতায়াত ও দূরদেশে বাণিজ্য নিষিদ্ধ ছিলনা। সুমাত্রা, যাবা ও পূর্ব্বোপদ্বীপের আনাম, টঙ্কিন দেশে যে সমস্ত স্মৃতি চিহ্ন ও মঠ ইত্যাদির উপরে খোদিত লিখন দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে হিন্দুরা ঐ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দি হইতে দ্বাদশ শতাব্দি পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শিব ও বিষ্ণুর মন্দির সেই সকল দেশে অতি প্রাচীনকালে প্রস্তুত হয় এবং বেদ ও পুরাণ তথায় পাঠ হইত; কিন্তু হিন্দুদের সেই সমস্ত দেশে এইক্ষণ যাতায়াত পর্য্যন্ত নাই।"

মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিত আছে—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রো নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী বর্ণই দ্বিজ অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি অর্থাৎ তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই। এই চারি বর্ণ ব্যতীত পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।

ভগবান মনু লিখিয়াছেন যে বস্ত্র বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি ও বস্ত্র বয়ন শূদ্রের বৃত্তি। ভগবান মনু আরও বলেন যে মাগধদের বাণিজ্য বৃত্তি হইলেও তাহাদের বস্ত্র বাণিজ্যে কোন অধিকার ছিলনা। বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতা হইতে যে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহাই মাগধ জাতি। মনু লিখিয়াছেন—

মণি মুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধাণাঞ্চ রসাণাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘ বলাবলম্ ॥ ৯ | ৩২৯

অর্থ—বৈশ্য, মণি মুক্তা প্রবাল স্বর্ণাদি, বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য এবং লবণাদি রস দ্রব্যের মূল্য ও ভালমন্দ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন।

আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম হইতেন, কিন্তু শূদ্র কখনই পারিতনা ; যথা—১০ম অধ্যায়ে

ইদন্তু, বৃত্তি বৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্ম নৈপুণম্।
বিট্ পণ্যমু দ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্ত বর্দ্ধনম্ ॥ ৮৫

সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপিচেৎ স্যুর রক্তানি ফলমূলে তথৌষধী॥ ৮৭

অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্র দারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারু কর্ম্মভিঃ॥ ৯৯

যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুক কর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানিচ॥ ১০০

অর্থ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজ বৃত্তির অসম্ভাবনা ঘটিলে এবং ধর্ম্মনিষ্ঠায় ব্যাঘাত হইলে, নিষিদ্ধ বস্তু পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক বৈশ্যের বিক্রেতব্য বস্তু বিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কুসুম্ভাদিদ্বারা রক্তবর্ণ সূত্র নির্ম্মিত সর্ব্ববিধ বস্ত্র, শণ ও অতসীতন্তুময় বস্ত্র এবং মেষলোম বিনির্ম্মিত কম্বলাদি বিক্রয় নিষেধ। শূদ্র নিজবৃত্তিদ্বারা পুত্র কলত্রাদির ভরণপোষণে অক্ষম হইলে, কারুকর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। যে কর্ম্মাচরণে দ্বিজ শুশ্রূষা নির্ব্বাহ হয়, তাহা এবং বিবিধ কারুকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম করিবে।

তৎকালে ব্রাহ্মণদের অদ্বিতীয় প্রভাব ছিল; এবং ব্রাহ্মণদের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া এক শ্রেণীর লোক অপর কোন শ্রেণীর বৃত্তি অবলম্বন করিতেপারিত না, করিলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইত। ইংরেজ শাসনে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দৃষ্ট হয় যথা—

যে লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্ট কর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥ ১০। ৯৬

অর্থ—যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তবে তাহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্ত্তব্য।

এই আদেশ অনুসারে বিধান হইয়াছিল-

বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষি মেবচ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্। ৮। ৪১০

অর্থ—রাজা দেখিবেন যে বৈশ্য বাণিজ্য, ধনাদির বৃদ্ধি, কৃষি ও পশু পালন করেন এবং শূদ্র দ্বিজাতির দাস্য করে।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত নিয়ম সমুদয়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেখাযায় যে বৃত্তি সকলের ক্রমে ক্রমে উন্নতি সাধিত হয়। মনু সংহিতা পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে ভগবান মনু যে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এই যে, এক শ্রেণীর লোক দ্রব্যজাত নির্ম্মাণ করিবে, এবং অপর শ্রেণীর লোক স্বদেশে ও বিদেশে তৎসমুদয় দ্রব্যের বাণিজ্য করিবে; কারণ উভয় কর্ম্ম একাধারে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয়না। অতএব যাহাতে উভয় কর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হয়, তজ্জন্য ভগবান মনু পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে

সকলকে স্ব স্ব বৃত্তি রক্ষা করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র মাত্রেই এই ভাব দৃষ্ট হয়।

ভগবদ্ গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

কৃষি গোরক্ষ বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্ব কর্ম্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্ব মিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বান্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ॥ ৪৮

অর্থ—বৈশ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষি. গোরক্ষা ও বাণিজ্য। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজ শুশ্রূষা, মনুষ্য আপনাপন কর্ম্মে রত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে। যে প্রকারে মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিয়ত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করে, তাহা শ্রবণ কর। যাহা হইতে পঞ্চ ভূতের ক্রিয়া হইতেছে, যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে। পরমার্থ সদনুষ্ঠিত ও নিজ কর্ম্ম গুণ শূন্য হইলেও, পরকর্ম্ম অপেক্ষা নিজকর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর।

স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া কেহ পাপগ্রস্থ হয়না। হে অর্জ্জুন! স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষশূন্য হইলেও ত্যাজ্য নহে। যেহেতু সকল কর্ম্মই ধূমাবৃত অগ্নিরন্যায় দোষাবৃত।

মনুসংহিতা ও গীতার এই সমস্ত শ্লোক দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, যে বস্ত্র বাণিজ্য বৈশ্য বৃত্তি। যতদিন মানবধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা ছিল, ততদিন বস্ত্র বাণিজ্য বৈশ্যের হস্ত বহির্ভূত হয় নাই। প্রত্যেক জাতির আপন২ কর্ম্মে রতি ছিল।

মানবধর্ম্মই বৈদিক ধর্ম্ম; যেহেতু মহাত্মা মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করেন এবং সেই ধর্ম্মই ভারতে আবহমান কাল প্রচলিত ছিল।•

কোলব্রুক সাহেব লিখিয়াছেন মহাবীর আলেকজেণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন এদেশে বৈদিক ধর্ম্মই প্রচলিত ছিল। খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, যখন গ্রীসদেশবাসী মিগসথনিস্ সাহেব ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আগমন করেন, তখনও বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

ইহা নিঃসন্দেহ যে খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মনুসংহিতার নিয়মাবলিদ্বারা হিন্দু সমাজ পরিচালিত হইয়াছিল। খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে ত্রিহুতদেশে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি বাস করিয়াছিলেন। তিনি সুর্ব্বুদ্ধি

পূর্ব্বক নূতন সংহিতা প্রচার করেন। তাহার প্রথম অধ্যায়ে লিখা আছে—

কুসীদ কৃষি বাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃস্মৃতম্ ॥ ১১৯

শূদ্রস্য দ্বিজ শুশ্রূষা তয়া অজীবন্ বণিগ্ ভবেৎ।

শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈ র্জীবেদ দ্বিজাতি হিতমাচরণ্ ॥ ১২০

অর্থ। বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম ধনবৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম দ্বিজ-শুশ্রূষা; কিন্তু তাহাতে যদি তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তবে যাহাতে দ্বিজজাতির হিতসাধন হয়, এইরূপ বিবিধ শিল্পকর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, অথবা বণিগ্ বৃত্তি অবলম্বন করিবে।

মনুসংহিতা অনুসারে বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি; কেবল আবশ্যকমতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তাহা অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য শিল্পকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শূদ্রকে বাণিজ্যেরও অধিকার দিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্বে কোন সংহিতাতে শূদ্রের বাণিজ্য করার অধিকার দৃষ্ট হয় না। যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ ব্যবস্থা স্পষ্টতঃই মানবধর্ম্ম শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। শূদ্রেরা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী কি তাহার পরবর্ত্তী সময়ে বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মতানুসারে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। বাণিজ্য

দ্বারা শূদ্রদের অবস্থার উন্নতি হওয়াতে, বৈশ্যেরা তাহাদের সঙ্গে বিবাহাদি সম্বন্ধদ্বারা আবদ্ধ হইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৈশ্য ও শূদ্রের একীকরণ সম্বন্ধে এই প্রথম সূত্রপাত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। তখন নূতন২ শাস্ত্র ও ব্যবস্থা সকল রচিত হইতে আরম্ভ হয়। তদবধি সনাতন হিন্দুধর্ম্মে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সেই সময়ের রচিত গ্রন্থদ্বারা প্রকৃত কথা জানা দুঃসাধ্য।

বস্ত্রবয়ন ও সেলাইর কাজ হিন্দুদের মধ্যে অতি প্রাচীন; ঋগ্বেদে সেই বিষয়ের উল্লেখ আছে। ভগবান মনু তাঁহার সংহিতাতে যে কাজ যে শ্রেণীর উপযোগী, তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে ৩৯৭নং শ্লোক হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে বস্ত্রবয়ন শূদ্রের কার্য্য। যথা—

তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেক পলাধিকম্।
অতোঽন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যোদ্বাদশকং দমম্॥

অর্থ। তন্তুবায়, বস্ত্রবয়ন জন্য দশ পল-পরিমিত সূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইবে, পিষ্ট-ভক্তাদির অনুপ্রবেশ হেতু গৃহস্থকে একাদশ-পল-পরিমিত বস্ত্র দিবে; ইহার ন্যূন দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড।

যদি এই শ্লোক মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৩২৯নং

শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে সুস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, যে বস্ত্রবয়ন শূদ্রের কার্য্য এবং সেই বস্ত্র স্বদেশে ও বিদেশে বিক্রয় করা বৈশ্যের কার্য্য হয়; এতদুভয়ের শ্রেণীগত কর্ম্ম পৃথক হয়।

—•০•—

বৈশ্যের পতন।

—:০:—

আমি এইক্ষণ বৈশ্যদের পতন, যেই পতনের সময় ও কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাসনা করি।

আমি ইতিপূর্ব্বে মনু সংহিতা হইতে দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য্যেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে নিজ ধর্ম্মপ্রচারের পর ক্রমে তাহা ভারতবর্ষের অনেকস্থানে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা হিন্দুদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য ও সপ্তম শতাব্দীতে ভট্ট কুমারিল স্বামি প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের জন্য ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া সেইধর্ম্মকে পূর্ব্বাবস্থাতে স্থাপিত করেন। ইহার কিছু কাল পরে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য নয়নপথে পতিত হইল। পূর্ব্বোল্লিখিত চারিবর্ণ স্থলে মাত্র তিন বর্ণ, অর্থাৎ

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র ভারতবর্ষে রহিয়া গেল। বৈশ্য নামে যজ্ঞোপবীতধারী জাতি প্রায় বিলুপ্ত হইল। ইহার কারণ এই যে বৈশ্যেরা ক্রমশঃ শূদ্রদের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। আরবী ভাষাতে যে একখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে, ইহার পোষকার্থে আমি তাহা হইতে উদ্ধৃত করিব। ইহার লেখক বিখ্যাত আলবেরুণি। মহম্মদ গজনি কর্ত্তৃক দ্বাদশবার ভারতবর্ষ আক্রমণের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। আল-বেরুণি সেই মহম্মদ গজনির একজন মন্ত্রী ছিলেন। সিন্ধুদেশ ইঁহার জন্মভূমি। ইঁনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষাতে এতদূর বিদ্বান ছিলেন; যে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষাতে ইঁনি অনুবাদ করেন। আলবেরুণির ইতিহাসে ভারত-বর্ষের তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে তাঁহার সময়ে বৈশ্যজাতি ক্রমশঃ শূদ্রের সঙ্গে মিশ্রিত হইতেছিল। তাহার কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করেন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা বৈশ্যদের উপরে অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করে। দেশের রাজা ও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। সেই অত্যাচার এতদূর ভয়ানক আকারধারণ করিয়াছিল, যে যদি কোন বৈশ্যের উপরে বেদপাঠ বা বেদউচ্চারণের দোষারোপ হইত, তবে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার জিহ্বা কর্ত্তনের

আদেশ প্রদান করিতেন। আমার বিবেচনায় এইরূপ মিশ্রিত হওয়ার আরও একটী কারণ আছে। লঘুচেতা যাজ্ঞবল্ক্য যে নববিধান প্রচার করেন, তাহাতে শূদ্র দিগকে বাণিজ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। অনেক শূদ্র বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া তদ্দ্বারা আপন অবস্থা উন্নত করিয়াছিল। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষি কর্ম্মণি।" বৈশ্যদের বাণিজ্যে যে একচেটিয়া ছিল, তাহা উঠিয়া যাওয়াতে, তাহাদের মধ্যে অনেকের অবস্থার অবনতি হয়, এবং অনেক শূদ্রের অবস্থা তদ্দ্বারা উন্নত হইয়াছিল। অতএব দরিদ্র বৈশ্য আপন কন্যা ধনী শূদ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইতনা। এইরূপে বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে বিবাহ পদ্ধতি ক্রমশঃ চল হয়। আজকাল ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাতে এবং শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহ চল আছে। ইহা পূর্ব্ব প্রথার অনুক্রম মাত্র।

আলবেরুণি তাঁহার ইতিহাসের ৯ম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে বিশেষ প্রার্থক্য এই সময়ে দৃষ্ট হয়না। দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখা আছে যে বৈশ্যেরা তাহাদের বেদাধ্যয়নের প্রাচীন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগকে বেদ শিক্ষা দিত; কিন্তু বৈশ্য অথবা শূদ্রের তাহা শ্রবণ করা

পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল—বেদ উচ্চারণ কি পাঠ করা ত দূরের কথা। যে সমুদায় কার্য্য একমাত্র ব্রাহ্মণের করণীয় ছিল, যথা উপাসনা, বেদ পাঠ অথবা যাগ-যজ্ঞ, তাহার ত কথাই নাই। যদি বৈশ্য বা শূদ্র বেদের একটী অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিত, তবে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট অভিযোগ হইত এবং বিপথ গামী রাজাও তাহার জিহ্বা কর্ত্তন করিবার আদেশ প্রদান করিতেন। অনেক সময় শত্রুকর্ত্তৃক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হইত। এইরূপ ভয়ানক অত্যাচারের মধ্যে ইহা বড় আশ্চর্য্যে বিষয় নহে, যে বৈশ্যেরা ক্রমশঃ তাহাদের বৈশ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রদের সঙ্গে মিশ্রিত হইবেক। ইহাতে বৈশ্যদের কোন দোষ দেখা যায়না; কিন্তু যে রাজত্বে তাহারা বাস করিত, সেই রাজ্যের রাজারই সম্পূর্ণ দোষ।

ইহার দৃষ্টান্ত জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবেনা। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় বৈদ্যদের মধ্যে কতক যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, এবং কতক করেনা। যাহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, তাহারা বৈশ্যের ন্যায় অশুচি মাত্র ১৫ দিবস পালন করে; কিন্তু যে সব বৈদ্য যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করেনা, তাহারা শূদ্রের ন্যায় অশুচি একমাস পালন করে, কিন্তু তজ্জন্য বৈদ্যদের বৈশ্যত্ব বিনষ্ট হইতে পারেনা।

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে যখন বল্লালসেন বঙ্গদেশে জাতি বিভাগ করেন, তখন একজনও বৈশ্য পাওয়া যায়নাই। বল্লালসেন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে আলবেরুণির সময়ে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা পরবর্ত্তী ৩০ বৎসর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। বৈশ্য ও শূদ্র সংযোগে ভারতবর্ষে এইরূপে এক নূতন জাতির সৃজন হয় এবং তাহারা কায়স্থ নামধারণ করে।

মনু সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়—

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥

অর্থ—ব্রাহ্মণদের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের হীনতা-বাচক নাম রাখিবে।

সাঙ্খ্য সংহিতার ২য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রসংযুতম্।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্ত্যজন্মনঃ॥

অর্থ—ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মান্ত এবং শূদ্রের দাসান্ত উপাধি রাখিবে

বিষ্ণু পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণ স্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্র সংযুতম্।
গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ॥

অর্থ—ব্রাহ্মণের শর্ম্মা উপাধি, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা উপাধি, বৈশ্যের গুপ্ত উপাধি ও শূদ্রের দাস উপাধি রাখিবে।

অতএব কে কোন বর্ণ সম্ভূত, তাহা তাহার নাম ও উপাধি হইতেই জানা যায়। কোন২ ব্যক্তির মতানুসারে দাস শব্দ দস্যু শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসিদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা প্রকাশক ঐ আখ্যা দিয়াছিলেন।

মনু সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ১২১নং শ্লোক এই—

শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েৎ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ॥

অর্থ—বিপ্র সেবায় জীবিকা সঙ্গতি না ঘটিলে, যদি শূদ্র বৃত্ত্যন্তরাভিলাষী হয়, তবে ক্ষত্রিয় তাহার সেব্য; এতদভাবে ধনী বৈশ্যের সেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

এখানে মনু বৈশ্যকে ধনী উপাধি দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈশ্যদের হস্তে তৎসময়ে জ্ঞাত সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য ছিল; অতএব তাহারা অত্যন্ত ধনবান্ ছিলেন। যে জগৎশেঠ, সিরাজ উদ্দৌলাকে

সিংহাসন চ্যুত করিয়া, ইংরেজ হস্তে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ ত্রয়ের, এমন কি সমস্ত ভারতবর্ষের রাজত্ব দেওয়ার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্য বা বসুকবংশ সম্ভূত ছিলেন।

ধর্ম্মাদি বিপ্লবে আমাদিগের অনেকানেক শাস্ত্র লোপ পাইয়াছে। এইক্ষণ যে সকল শাস্ত্র বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে উশনঃ সংহিতা অতি প্রাচীন। উশনঃ সংহিতা এত প্রাচীন স্মৃতি, যে তাহার রচনার সময় নিরূপণ করা দুরূহ। পরাশর সংহিতাতে এই উশনঃ সংহিতার উল্লেখ রহিয়াছে। পরাশর মুনি যুধিষ্ঠিরের সমকালীন। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে যুধিষ্ঠির খ্রীষ্ট জন্মিবার ২৪৪৮বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিলে মনু-সংহিতার ন্যায় উশনঃসংহিতাও অতি পুরাতন। পাঠক মনে রাখিবেন, মিথিলাবাসী যাজ্ঞবল্ক্যের পরে যে উশনঃসংহিতা লিখিত হয়, তাহা পৃথক ব্যক্তিদ্বারা রচিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন উশনঃ সংহিতাতে নিম্নলিখিত শ্লোক পাওয়া যায়।

তন্তুবায়া ভবন্ত্যেব বসুকাংস্তোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিদ ত্রৈব জীবনং বস্ত্র নির্ম্মিতে॥

অর্থ—তন্তুবায়েরা বসুকদিগেরদ্বারা পোষিত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। বস্ত্র নির্ম্মাণই তাহাদের

জীবনোপায়। তাহাদের মধ্যে শ্রেণী বিশেষে "শীল" উপাধি আছে।

উল্লিখিত সংহিতায় তন্তুবায় ও বসুকদিগের মধ্যে পরস্পর বৃত্তিগত ভেদ করা হইয়াছে। বসুক শব্দ যে শাস্ত্রানুসারে বস্ত্র-বণিক বৈশ্যের উপাধি, তাহা এতদ্দ্বারা সম্যক প্রমাণ হইতেছে।

অতএব ইহা হইতে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় যে কেবল বৈশ্য-দেরই পুরুষানুগত ধনবাচক উপাধী রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈশ্যদের মধ্যে যাহারা বণিক ছিল, তাঁহাদিগকে "বসুক" আখ্যা দেওয়া হইত। "বসু" শব্দের উত্তর "ক" প্রত্যয়ে "বসুক" শব্দ নিষ্পন্ন—বসু অর্থাৎ ধন করে যে সে "বসুক"। মহর্ষি উশনঃ ও ঐ অর্থে "বসুক" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বৈশ্যদের এই উপাধি ৫০০০ বৎসর হইতেও অধিক পুরাতন। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" ভগবান মনু লিখিয়াছেন—

ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ।

বাণিজ্যদ্বারা বসুকেরা ধনশালী হইয়াছিলেন। এই জন্যই মনু তাহাদিগকে ধনী বৈশ্য বলিয়াছেন।

আমি ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে কোন জাতির প্রাচীন ইতিহাস সেই জাতির ভাষা হইতে অনেক সময় জানা যায়। "বসুক" শব্দ তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত। বসুক-বৈশ্যগণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর

তাহাদের পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যের সাহায্যে সমাজে যে এক প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন,তাহা এই শব্দ হইতে অনেক জানা যায়। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে এবং তাহার পরেও কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত বস্থকদের হস্তে তৎকালে পরিজ্ঞাত সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য ছিল। ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর, আরব সাগরের তীরবর্ত্তী দেশ সমুদয়, আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল, আবিসিনিয়া, মিসর এমন কি ইটালিদেশে পর্য্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য বিস্তৃত ছিল। বস্থকদের অপর নাম শ্রেষ্ঠী বা শেঠ। বোম্বাই নগরের ও কলিকাতার শেঠ ও বসাকেরা এক জাতীয় লোক। জগৎশেঠ সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনিও এই বৈশ্যবংশ সম্ভুত। শেঠেরা অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। আমি কবিশ্রেষ্ঠ নবীন চন্দ্র সেনের পলাশির যুদ্ধ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া সেই ঐশ্বর্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

শেঠের বংশের হায় ! ঐশ্বর্য্যের কথা
সমস্ত ভারতে রাষ্ট্র প্রবাদের মত।
জগৎশেঠের নাম বঙ্গে যথা তথা,
লক্ষমুদ্রা-সমকক্ষ। জাহ্নবীর মত
শতমুখে বাণিজ্যের স্রোত অনিবার
ঢালিছে সম্পদ-রাশি সমুদ্র-ভাণ্ডারে।

আপনি নবাব যিনি (অন্য কোন ছার)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।

ইটালি ভাষাতে শেঠদের নামানুসারে রেসমের নাম "শেতা" হয় ; কারণ শেঠ বা বসুকেরা তদ্দেশে রেসমের বাণিজ্য করিতেন। তাহাদের বাণিজ্য ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে অসীম সাগর ও মহাসাগ-রের বক্ষঃস্থল দিয়া অর্ণবপোতে লোকেরা বহু দূরদেশে যাতায়াত করে, সেই কম্পাস যন্ত্র বসুকদের মধ্যে "বসুল" নামে অভিহিত হইত (বসু অর্থাৎ ধন লয় যে)। সেই বিস্তৃত বাণিজ্য যখন দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আর্য্যদের হস্ত হইতে আরবদের হস্তে চলিয়া গেল, তখন তাহারা বাণিজ্যের সঙ্গে২ দিগদর্শন যন্ত্রের নাম ও হিন্দুদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। আরবী ভাষাতে দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের নাম "বস্‌সল" হয়।

সময়েতে "বসুক" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া ছিল। বসুক শব্দ উইলসন সাহেবের সংস্কৃত অভিধানে টেক্স বা শুল্ক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়দেশে বসুকদিগের বাণিজ্য চল ছিল। তাঁহারা রাজাকে কর প্রদান করিতেন, এইজন্য "বসুক" শব্দ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বাণিজ্য ব্যবসায়ী হিন্দুদের বাণিজ্য যাবাদ্বীপে

প্রচুর পরিমাণে ছিল। তৎসম্বন্ধে অনেক চিহ্ন সেই দ্বীপে এখনও বর্ত্তমান আছে। ডাক্তার বহলার সাহেব বলেন যে হিন্দুরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। অমরকোষ অভিধানানুসারে "বস্থুক"শব্দের অর্থ অর্ক।

অর্ক বা আকন্দ নানারোগে ঔষধস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাবাদ্বীপে যে মালেয় ভাষা প্রচলিত, তাহাতে অর্ক বৃক্ষকে "বদুরি" বলে। বস্থুকেরা অর্ক বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া তাহার বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রানুসারে ঔষধিমাত্রই বৈশ্য অর্থাৎ বস্থুকদিগের পণ্যদ্রব্য বিশেষ। উহার বাণিজ্য যে বস্থুক ব্যতীত অপর কোন বর্ণের আয়ত্ত ছিল না, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। কেবলমাত্র বস্থুকেরাই যে উহার বাণিজ্য করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। এইজন্য উহার একতম আখ্যা "বস্থুক"। অমরকোষ অভিধানে "বস্থুক"শব্দের অন্য অর্থ শাম্বরীলবণ। বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যেরা শম্বর-হ্রদোৎপন্ন লবণেরও কারবার করিত,ইহা হইতে প্রকাশ পায়।

যে সমস্ত ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কিংবা যে সমস্ত ভাষার সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

রহিয়াছে, সেই সব ভাষাতে "বসুক" শব্দ ধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা কার্ণাটিক ভাষাতে যে "বোক্কস" শব্দ আছে তাহার, অর্থ ঐশ্বর্য্য বা ধন। উভয় শব্দই এক; কেবল জলবায়ুর পরিবর্ত্তন হেতু ভাষা বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে একদেশে ইহা "বসুক" আকারে আছে, অন্যদেশে ইহা "বোক্কস" আকার ধারণ করিয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীরপূর্ব্বে হিন্দুরা ভারতবর্ষ ও ইয়ুরোপের মধ্যে যে বাণিজ্য চালাইয়াছিল, আরবেরা তাহা সম্পূর্ণ রূপে আপন হস্তগত করে। সেই সময় হইতে বসুক-দের হস্তে যে বাণিজ্য ছিল, তাহা তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। এইরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যদের গৃহ হইতে লক্ষ্মী অন্তর্হিত হয় ও তাহাদের পাতিত্য ঘটে।

ইহা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে যে অসভ্যা-বস্থাতে মনুষ্যেরা বৃক্ষের বল্কল ইত্যাদি দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিত। পৃথিবীতে ভারতবর্ষিয়েরাই সর্ব্ব প্রথম বস্ত্রবয়ন করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। শূদ্রেরা বস্ত্রবয়নরূপ শিল্পকার্য্য করিত এবং বৈশ্যেরা সেই বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি করিয়া বিক্রয় করিত। যে সময়ে মিসরদেশে পিরামিড প্রোথিত হয়, সেইসময়ে বসুক-দের বাণিজ্য মিসরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল না।

তজ্জন্য মিসরদেশস্থ সেইসমস্ত পিরামিডের অধোদেশে তদ্দেশবাসী রাজাদের "মামি" আকারে যেসমস্ত মৃতদেহ আছে, তাহা কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত নহে। মিসরদেশে হিন্দুদিগের দ্বারা কার্পাসবস্ত্রের প্রথম চল হয়। ভুরি২ প্রমাণদ্বারা স্থির হইয়াছে যে বস্থকেরা তাহাদের বাণিজ্যের প্রথমাবস্থাতে আরব-দেশস্থ ইডুমিয়া ও দেদান পর্য্যন্ত জাহাজে গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইত। তৎপর তাহাদের বাণিজ্য ক্রমে ইটালি, স্পেন, প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিগস্থ দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পারসীভাষাতে 'বোসোক" শব্দ বস্থক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই শব্দের অর্থ তুলা। বস্থকেরা পারস্যদেশবাসীদের সঙ্গে তুলার বাণিজ্য করিতেন, অতএব তাহাদের নামানুসারে পারসীভাষাতে তুলাকে "বোসোক" বলে। বস্থকদের আর এক নাম শ্রেষ্ঠী বা শেঠ। বস্থক বা শেঠদের ইটালিদেশের সঙ্গে রেসমের বাণিজ্য ছিল অতএব তদ্দেশে রেসমের একনাম "শেঠা" হয়। বস্থকেরা কাপড় ব্যতীত অন্যান্য পণ্যদ্রব্য এবং ঔষধির বাণিজ্য করিত। তদনুসারে "বাসক" শব্দও বস্থক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বাসকবৃক্ষ বঙ্গদেশের বৈদ্যেরা অনেক

'বৈশ্যমাতা' হয়।

বোধ হয় পাঠক ভাষা বিজ্ঞানের মূল সূত্র অবগত আছেন। স্থান ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দের উচ্চারণেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আসাম দেশীয়লোক চিনি শব্দ 'শিনি', বিহার প্রদেশে 'হইল' শব্দ 'ভৈল' এবং বঙ্গদেশে অনেকে 'সকল' শব্দ 'হকল' উচ্চারণ করিয়া থাকে। এতৎসম্বন্ধে পুর্ব্বেও কতক দৃষ্টান্ত দিয়াছি। এই নিয়মানুসারে 'বস্নুক' শব্দ সময়েতে 'বসক' এবং অবশেষে 'বসাক, আকারে পরিণত হইয়াছে। অতএব বস্নুকরা বর্ত্তমানকালের বৈশ্য বসাকদের পূর্ব্ব পুরুষ তাহার সন্দেহ নাই। ঢাকাতে যে সকল বসাকের "সরদার" উপাধি আছে, কিংবা যাহাদের পুর্ব্বপুরুষদের "সরদার" উপাধি ছিল, তাঁহারা বৈশ্য সন্দেহ নাই।

আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে ষ্টানলি সাহেব (L. L. D.) "In darkest Africa" নামে একখানা পুস্তক লিখিয়াছেন। হিন্দুরা সেই মহাদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়া তথায় অনেক উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মহাদেশে হিন্দুরা "বসোক", "বসোগ" এবং "ওয়াসোগ" নামে পরিচিত, এবং তন্তুবায়েরা "বসনগোড়া" ও "ওসনগোড়া" নামে অভিহিত হয়। ঢাকা নগরেতেও বসাক ও তন্তুবায়

দুই পৃথক শ্রেণী। বসাকেরা বৈশ্য ও তন্তুবায়েরা শূদ্র হয়।

"বসাক" এই নাম বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যদের বর্ণগত উপাধি। আমি বসুকদের সম্বন্ধে ইতি-পূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহা বঙ্গদেশীয় 'বসাক' ও বোম্বাই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠিদের সম্বন্ধেও প্রযুজ্য।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈশ্য ও শূদ্রেরা পরস্পর মিশ্রিত হওয়ার পর অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দিরপরবর্ত্তী সময়ে,যাজ্ঞবল্ক্যের মতানুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে অনেক শূদ্র বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করে এবং বসাক উপাধি গ্রহণ করে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কে বৈশ্য ও কে শূদ্র জানিতে হইলে তাহাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও চরিত্রের বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইবে। বসুকদের বাণিজ্য তখনকার পরিজ্ঞাত সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত ছিল। তাঁহারা দূরবর্ত্তী দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, সময়েতে সেইসমস্ত দেশ জয় করিয়া তাহাতে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্রূপ ক্ষমতাশালী বসুক ও বস্ত্রবয়নকারী শূদ্র কখনই এক হইতে পারেনা।

আমি গুপ্তদের সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। এইক্ষণ দত্তদের সম্বন্ধে সংহিতা-কার যম হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা ভূভুজঃ।
ভূতি দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাস শূদ্রস্য কারয়েৎ ॥

ইহাতে দেখাযায় যে বঙ্গদেশীয় দত্তদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৈশ্য ছিলেন। কিন্তু শতসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কায়স্থদের সঙ্গে বিবাহাদি দ্বারা দত্তেরাও কায়স্থ হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গদেশে আজকাল বৈশ্যকে শূদ্র হইতে পৃথক করা কঠিন; কিন্তু একেবারে অসাধ্য নহে। আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান সময়েতে বঙ্গদেশে যে সমস্ত কায়স্থ সন্তান বাস করে, তন্মধ্যে অনেকেই বৈশ্য ও শূদ্রের মিশ্রণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ কায়স্থের ধমনীতে অমিশ্রিত শূদ্র-রক্ত প্রবাহিত হইতেছে।

উপরে কায়স্থদের সম্বন্ধে যাহা লিখা হইল, তাহা বোধহয় অনেকেই নূতন মনে করিবেন। ডাক্তার হণ্টর সাহেবের মতানুসারে আদিমনিবাসীদেরমধ্যে অনেকে কায়স্থ শ্রেণীভূক্ত হইয়া সর্ব্বনিম্নস্তর অধিকার করিয়াছে। আমাদের মতে কায়স্থ ও তন্তুবায় উভয়ই শূদ্র; কিন্তু তাহারা আর্য্য সন্তান। আদিম নিবাসীরা প্রাচীন আটলাণ্টিয়ন্ বংশ সম্ভূত। কলিকাতা ও ঢাকার বসাকেরা এবং বঙ্গদেশের বৈদ্যেরা প্রায় লুপ্ত বৈশ্য-জাতির অন্তর্ভূত। নদীয়া, বিক্রমপুর ও মালদহের বসাকদের কতকাংশ সম্বন্ধেও এই সমস্ত উক্তি প্রযুজ্য।

এই বিশ্ব সংসারে একটী পরমাণুও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। আমি উপরে যাহা লিখিলাম তাহার যদি কোন ভিত্তি না থাকে, তবে ভারতবর্ষের সেই প্রকাণ্ড বৈশ্য জাতি কি হইল? তাঁহারা প্রাতঃকালের শিশির বিন্দুর ন্যায় আকাশে বিলীন হয় নাই। তাহারা অবশ্য ভারতবর্ষের কোনস্থানে বর্ত্তমান আছে। তবে এই হইতে পারে, যে তাঁহারা অন্য আকার ধারণ করিয়াছে। যাহাদের মত অন্য প্রকার হয়, আমি তাহাদিগকে বলি তালাস, করিয়া সেই বৈশ্যদিগকে বাহির করুন।

আমি এইক্ষণ বৈদ্যদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিতে বাসনা করি। বৈদ্যদের সম্বন্ধে এইক্ষণ দুই মত প্রবল (১) কেহ বলেন বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে জাত (২) দ্বিতীয় মত এই যে বৈদ্যেরা বৈশ্যসন্তান। বৈদ্যেরা যে যজ্ঞোপ-বীত ধারণ করে তদ্বারা ইহার মধ্যে কোন মতটী সত্য নিরূপণ করা দুষ্কর; কারণ উভয় ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য দ্বিজ হয়। আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে খৃষ্ট জন্মিবার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোন জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তখন ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের মধ্যে শাস্ত্রানুসারে বিবাহে কোন বাধা ছিল না এবং তদ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হইত, তাহা জারজ বলিয়া গণ্য হইত না।

ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান নামতঃ ও কর্ম্মতঃ ব্রাহ্মণই হয় এবং তাহাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় গণ্য করা হয় না। বাস্তবিক বৈদ্যনাম আধুনিক। আমাদের বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে বৈদ্যনাম-ধারী এক স্বতন্ত্র জাতি দৃষ্ট হয় না। বৈদ্যদের অশুচি ধারণ সম্বন্ধেও নিয়ম ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক হয়।

মনু সংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ৮৩ শ্লোকে লিখিত আছে ;—

শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥

অর্থ। উপনীত-সপিণ্ড-মরণে কিম্বা সম্পূর্ণগর্ভে জন্মিলে বৃত্তস্বাধ্যায় রহিত ব্রাহ্মণেরা দশ দিবসে, ক্ষত্রিয়েরা দ্বাদশ দিবসে, বৈশ্যেরা পঞ্চদশ দিবসে, ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধ হয়।

এই বিষয়ে বৈশ্য ও বৈদ্যে এক নিয়ম দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বসময়ে এই নিয়ম প্রযুজ্য নহে। বৈদ্যদের মধ্যে অনেকে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে না,এবং তাহারা শূদ্রের ন্যায় একমাস অশুচি গ্রহণ করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে না, যে বৈদ্যেরা কায়স্থ। যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া দ্বিজের চিহ্ন গ্রহণ না করিয়া আপনাকে নিম্ন শ্রেণীতে ফেলিয়া দেয়, তবে কে তাহা নিবারণ করিবে? ইহার প্রমাণার্থ আমি নিম্নলিখিত

শ্লোক বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিব ;—

উপবীতঃ ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুধ্যতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুধ্যতি তথা॥

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট দৃষ্ট হয় ;—

কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ সর্ব্বাশ্চ ভরতস্ত্রিয়ঃ॥
তত্রতে সুমহাত্মানো ন্যবসন্ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নিবর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃপুরাৎ॥

আমি এই সমস্ত এবং অপর২ কারণবশতঃ মৎ-প্রণীত জাতিমালা বিষয়ক ইংরেজী পুস্তকে বৈদ্যদিগকে বৈশ্যশ্রেণী ভুক্ত করিয়াছি। শেষ কংগ্রেসের প্রেসি-ডেণ্ট ভূতপূর্ব্ব কমিসনর রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরও এইমত হয়। তিনি তাঁহার রচিত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে বৈদ্যেরা বৈশ্য-পিতার ঔরসজাত হয়, ব্রাহ্মণের সন্তান নহে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে বৈদ্যেরা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে অম্বষ্ঠ মনে করিতে হইবে না। তাঁহারা দ্বিজ-বৈশ্যের এক শাখা মাত্র।

মহাভারতের কোন২ স্থানে বৈদ্যদের সম্বন্ধে ঘৃণা সূচক বাক্যপ্রয়োগ দেখা যায়। এই সমস্ত বচন প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিশ্বাসকরার অনেক কারণ আছে। বৈদ্যজাতি

বঙ্গদেশের বাহিরে অন্য কোন দেশে নাই। সেই নামে বৈশ্যজাতি আর কোথাও লক্ষিত হয় না। যিশু-খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে বাসকালীন বেদব্যাসকর্ত্তৃক মহাভারত রচিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাম তখনও জাতিবিশেষের প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল না। ইহা আজকালমাত্র শুনা যায়। পুরাণ প্রভৃতিতে যে বৈদ্যশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় তাহা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদস্য বিজ্ঞাতা চিকিৎসা তত্ত্বকোবিদঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ দয়ালশ্চ তেন বৈদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

এখানে বৈদ্য শব্দ কোন জাতিসূচক নহে। ইহা বরং ব্যবসায় বাচক।

বৈদ্যেরা যে বৈশ্যসন্তান তাহা বিষ্ণুপুরাণের নিম্ন লিখিত বচন হইতে কতক জানা যায়।

শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণ স্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্।
গুপ্ত দাশাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ॥

আজকাল কায়স্থ বৈদ্যদের মধ্যে সর্পনকুলসদৃশ শত্রুতাভাব দৃষ্ট হয়। মহাভারতে বৈদ্যদের সম্বন্ধে যে ঘৃণাসূচক বাক্য কোথাও২ আছে, সম্ভবতঃ কোন কায়স্থ কর্ত্তৃক কিংবা কোন কায়স্থের উত্তেজনায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই সব বচনের রচনা মহাভারতের

অপর অংশের রচনার সঙ্গে তুলনা করিলে, সেই প্রক্ষেপ অনায়াসে টের পাওয়া যায়।

স্কন্দ পুরাণে বৈদ্যোৎপত্তি বিষয়ে একটী গল্প আছে। গালব ঋষি তীর্থ প্যর্যটনে নির্গত হইয়া ক্ষুৎ-পিপাসাক্রান্ত হইয়া এক বৈশ্যকন্যার নিকট পানীয় বারি প্রার্থনা করেন। জলপানে তুষ্ট হইয়া মহর্ষি সেই অনূঢ়া কন্যাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, যে তাহার একটী পুত্র সন্তান হইবে। এই কথা পরে প্রকাশ হইলে, ব্রহ্মবাক্য অব্যর্থ অতএব কন্যার জাতি রক্ষার জন্য অপর ঋষিরা একটী কুশ পুত্তলি প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা ইহার জীবন সঞ্চার হয়, এই কারণে ইহার উপাধি বৈদ্য হইল। দ্বিতীয়তঃ ইনি অম্বাকুলে (মাতৃকুলে) সংস্থাপিত হইলেন বলিয়াই ইহার নাম অম্বষ্ঠও হইল। ইহা যে পুরাণোল্লিখিত অপর অপর গল্পের ন্যায় ভিত্তিশূন্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিন্দুরা অনেক সময় প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াছে, এবং তাহা হইতেই এইরূপ গল্পের সৃজন হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উভয় শিল্প ও বাণিজ্যের বিনাশ হেতু বৈদ্য ও কায়স্থ-দিগকে বিশেষ উন্নতিশীল দৃষ্ট হয়। মুসলমান

রাজত্বের শেষ সময় হইতে ১ম শ্রেণীর কায়স্থগণ আপন অবস্থার অনেক উন্নতি করিয়াছে। মুসলমান রাজারা এদেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথকমনে করিতেন না। এইজন্য মুসলমান রাজাগণ হিন্দুদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পলাশির যুদ্ধে দুইজন হিন্দু সেনাপতি সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে অটলভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন; একমাত্র মুসলমান সেনাপতি মির্জাফর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। ইংরেজ রাজত্বে বৈদ্যদের অবস্থা বিশেষ উন্নত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমান সময়ে রাজকার্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

বৈশ্যদের মধ্যে যাঁহারা বাণিজ্য করিতেন তাঁহারা বস্থক নামে পরিচিত ছিলেন। বসুকদের বাণিজ্য ফিনিসিয়া দেশবাসীদের অথবা কার্থেজ নগর বাসীদের বাণিজ্য অপেক্ষাও অধিক বিস্তৃত ছিল। বসুকদের অপর নাম শেঠ বা শ্রেষ্ঠী।

আমি সত্যচরণ শাস্ত্রী কৃত মহারাজা নন্দকুমারের জীবন চরিত হইতে কতকটা উদ্ধৃত করিব; তাহা হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেঠ বা বসাকদের যে কিরূপ প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য ছিল তাহার কতক জানা যাইবে। ইহার পূর্ব্বে যখন সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য

যনাকদের হস্তগত ছিল, তখন তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবের যে ইয়ত্তা ছিলনা তাহা বলা বাহুল্য।

"সিরাজদ্দৌলার সহিত রণ-নিপুণ ফরাসিরা মিলিত হইলে ইংরাজ বণিক-কুলকে বঙ্গদেশ হইতে চিরকালের জন্য দপ্তর বাঁধিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহারা চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিতে লাগিলেন। এখনও সৈন্য সহ ক্যাম্বার-ল্যাণ্ড রণতরী কলিকাতায় উপস্থিত হয় নাই, এরূপ অবস্থাতে ইংরাজেরা অন্য কোন প্রতিকার দেখিতে না পাইয়া, জগৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন। এই শেঠদিগের, ইয়ুরোপীয় বণিক্ বিশেষতঃ ইংরাজদিগের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। সে কালে বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ বণিকেরা বিতাড়িত হইলে, কেহ যদি অধিক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেন, তবে তাহা শেঠেরা। শ্রেষ্ঠিরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য, ইংরাজেরা যখন বিপদগ্রস্থ হইয়া নবাব দরবারে নিগৃহীত হইতেন তখন তাহারা মধ্যস্থ হইয়া কোনরূপে গোলযোগ মিটমাট করিয়া দিতেন। সেই সময় নবাব দরবারে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা। ইঁহারাই নবাব সারফরাজ খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আলিবর্দ্দীকে বাঙ্গালার মসনদে উপবেশন করান। ইঁহারাই সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া সুদূর বিদেশী অজ্ঞাত-কুলশীল বণিকদলের

হস্তে বাঙ্গালার নিয়ন্তৃত্ব প্রদান করেন। এই শেঠেরা যে পক্ষ অবলম্বন করিতেন সে পক্ষের জয় নিশ্চয়। রাজ্যের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী ও জমিদার সকলেই শেঠদিগের আজ্ঞাবহ বলিলে অত্যুক্তি হয়না। (See Abbe Raynal's Indis). দেশের সর্ব্বত্রই শেঠদিগের কর্ম্মচারী, তাঁহারা দেশের লোকের মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিতেন এবং অল্প প্রয়াসে সকলকে আপন মতাবলম্বী করিতেন। এই শেঠদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিশেষ আনুগত্য থাকায়, যখন ইংরাজদিগের ব্যবসা চালাইবার জন্য টাকার অভাব হইত, তখন ধন-কুবের শেঠদিগের নিকট হইতে, টাকা ধার লইয়া সুচতুর ইংরাজ-বণিক্ আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতেন। সিরাজ যে সময় ইংরাজ বণিককে কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তাঁহারা শেঠদিগের নিকট হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা ধার লইয়া ছিলেন। এইরূপ কার্য্যে ইংরাজদিগের নির্ব্বিঘ্নে দুই প্রকার অর্থ সাধিত হইত। প্রথমতঃ শেঠদিগের প্রচুর অর্থে ইংরাজদিগের বাণিজ্য ব্যবসা অতি উত্তমরূপ চলিত দ্বিতীয়তঃ শেঠদিগের বাধ্য হইয়া যাহাতে তাঁহাদিগের টাকা অতল জলে ডুবিয়া না যায় তাহার জন্য সর্ব্বদাই ইংরাজদিগের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইতে

হইত। কলিকাতায় ইংরাজেরা এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উত্তমর্ণ শেঠদিগের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। নবাব ইংরাজদিগের আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বিশেষতঃ হুগলী আক্রমণের কথা শুনা অবধি তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া উঠেন। রাজ্যের ভিতর এমন লোক নাই যিনি সাহস করিয়া ইংরাজদের স্বপক্ষে দুইটা কথা বলেন, শেঠেরা নবাবের ভাব গতি দেখিয়া কোন কথা না বলিয়া কাজিৎ-রায় নামক তাঁহাদিগের সুদক্ষ কর্ম্মচারীকে নবাবের সহিত কলিকাতারদিকে পাঠাইয়া দেন। তিনি নবাব-শিবিরে অবস্থান করিয়া ক্লাইবের কাছে সমস্ত সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন।" ৮২—৮৪ পৃষ্ঠা।

সিরাজদ্দৌলার পরবর্ত্তী বাঙ্গালার নবাব মির্জাফর সম্বন্ধে উপরোক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন। "ইংরাজদিগের অনুগ্রহে মীরকাশীম পদোন্নত হইলেন। যীশু খ্রীষ্ট ও মহম্মদের নাম লইয়া এবং কোরাণ স্পর্শ করিয়া মীরজাফরের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার স্থায়ী কাল তিন বৎসর চারিমাস মাত্র। নবাব মীরজাফর মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়া রাস বিহারী শেঠ ও শোভারাম বসাকের বাড়ীতে অবস্থান

প্রধান অধিবাসী এবং প্রচুর সম্পত্তিশালী ছিলেন। নবাবের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহার শত্রু মিত্রেরও পরিবর্ত্তন হইল। যে সকল স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। মীরকাশীম, আপন শ্বশুর মীরজাফরের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াও তাঁহাকে সচ্ছলরূপে ভরণপোষণের টাকা প্রদান করিলেন না।

১৪৯ পৃষ্ঠা।

—:০:—

ছোটভাগী বসাক।

—•০•—

কেহ কেহ ইহাদিগকে কায়স্থদের এক শাখা মনে করেন। ভাল অবস্থাপন্ন ছোটভাগীদিগকে কায়স্থদের সঙ্গে পরিণয়াবদ্ধ হইতে দেখিয়া এইরূপ অনুমান করা আশ্চর্য্য নহে। ঢাকার নন্দলাল মুন্সীর পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে বিক্রমপুর মালখা নগরের বসুদের বিবাহ এইক্ষণ চল হইয়াছে। বাস্তবিক ছোটভাগীরা কায়স্থ নহে। মালদহ হইতে সর্ব্বশেষ যে সমস্ত বসাক ঢাকা নগরে উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহারাই

তাহাদিগকে আপন অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোক বলিয়া জ্ঞান করেন এবং তাহাদিগকে ঐ নাম দিয়াছেন।

বসাকেরা বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব সম্বন্ধে জর্ম্মনিদেশের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতবর মোক্ষমুলর সাহেব তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

———:———

বৈদ্যজাতি।

——(*)——

বৈশ্যদের মধ্যে যাহরা চিকিৎসা বিদ্যাতে পারদর্শী ছিলেন, তাহাদের পুর্ব্বতনকালে পৃথক নাম ছিলনা, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত। বৈশ্যের যজ্ঞোপবীত যে দ্বিজ চিহ্ন তাহা কেবল বৈদ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত বৈশ্য ভারতবর্ষে অমিশ্রিত অবস্থাতে এইক্ষণও আছে তাহাদের মধ্যে সেই চিহ্ন লোপ পাইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান জন্য অনেক দূর যাইতে হইবেনা। বৈদ্যদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে কতক লোক পৈতা ধারণ করে এবং কতক পৈতা গ্রহণ করেনা। ইহা মনে করিতে হইবেনা যে যে সকল বৈদ্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করেনা,

পতনের সঙ্গে২ যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তদ্দ্বারা তাহাদের বৈশ্যত্ব যায় নাই।

আরব্য উপন্যাসে বোগদাদ নগরের অধীশ্বর হারণ আল্ রসিদের কথা বোধহয় অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। তিনি খৃষ্টের অষ্টম শতাব্দীতে বাস করিয়াছিলেন। বোগদাদ বাসীদের চিকিৎসার জন্য মাণিক্য ও শল্য নামে দুইজন হিন্দু বৈদ্য তাঁহার রাজধানীতে অবস্থান করিতেন। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব তাঁহার ইতিহাসের ১৫৯ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন "আরবীয়েরা হিন্দু বৈদ্য শাস্ত্র হইতে তাহাদের চিকিৎসা গ্রন্থে অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়াছে।" চরক প্রভৃতি সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষাতে সেই সময়ে অনুবাদ করা হইয়াছিল।

৬৪০ খৃষ্টাব্দে অরবীয়েরা রোমানদিগকে পরাভূত করিয়া স্পেন দেশ ও ফ্রান্সের দক্ষিণাংশ অধিকার করে। এইরূপে হিন্দু চিকিৎসা প্রণালী ইয়ুরোপে ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছিল।

কুল-চন্দ্রিকা ও শব্দ-কল্পদ্রুম অনুসারে ধন্বন্তরির তিন সন্তান জন্মে; সেন, দাস ও গুপ্ত। বঙ্গদেশে ইহারাই অম্বষ্ঠ বা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত। সেই তিন সন্তান হইতে শাখা প্রশাখায় ৫০ পঞ্চাশৎ কুল

হইয়াছে। গুপ্তের—স্বজাতীয়া সহধর্ম্মিনীর পক্ষে এক সন্তান ও অসজাতীয়া প্রণয়িণীর পক্ষে চারি সন্তান। গুপ্তের অসজাতীয়া সন্তানবর্গের মধ্যে যাহাদের মাতুল দেব, তাহারা কৃষ্ণাত্রেয় দেব। যাহাদিগের জননী দত্ত কুল সম্ভূতা তাহারা মৌদ্গাল্য গোত্র দত্ত। যাহাদিগের মাতামহ ধর তাহারা কাশ্যপ গোত্র ধর। যাহাদিগের মাতৃকুল কর তাহারা ভরদ্বাজ গোত্র কর। দেব, দত্ত, ধর ও কর হইতে আর আটটী পৃথক কুলের সৃষ্টি হয়। দত্তের এক সন্তান রাজ ও অন্য সন্তান সোম। ধরের এক সন্তান ধর ও অপর সন্তান নন্দি। করের এক পুত্রের নাম কুণ্ড অপরের নাম রক্ষিত।

"ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের গোত্র হয়। তদৃষ্টে বৈশ্যগণের পুরোহিত গোত্রানুসারে গোত্র হয়। শূদ্রগণের তদনুসারে অতি দৃষ্টাতি-দৃষ্ট গোত্র হয়। বৈদ্যগণের গোত্র নির্ণয় বিষয়েও ঠিক ঐ প্রকার।"

"বৈদ্যেরা ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে সমকক্ষভাবে ও ব্রাহ্মণের নিম্নে আসন গ্রহণ করে। স্থলবিশেষে ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণ সদৃশ এবং স্থল বিশেষে কায়স্থাদি সৎ শূদ্রের তুল্য। ইঁহাদিগের মধ্যেও কৌলিন্য আছে, এইরূপ প্রকাশ করে। ইঁহাদিগের

তিনি অকুলীন হইলেও পূজ্য অর্থাৎ তাঁহার মৌলিক শ্রেণী হইতে উত্থিত হওয়ার শক্তি আছে।*

বৈদ্যগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; বঙ্গজ, রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী। সেন হাটী ও চন্দন মহলবাসী বৈদ্যগণ বঙ্গজ মধ্যে পরিগণিত। সেন হাটী যশোহর জেলার অন্তর্গত। চন্দন মহল বিক্রমপুর অঞ্চলে। রাঢ়ীয় বৈদ্যগণ তিন শাখায় বিভক্ত। খণ্ড সমাজ, সাতশৈক সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ। পঞ্চকোটী সমাজ দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত; সেনভূম ও বীরভূম। ত্রিবেণী, কাঁচরা পাড়া, কুমার হট্ট, গুপ্তি পাড়া প্রভৃতি ভাগীরথীর তীরস্থ স্থান সপ্তগ্রামের অন্তর্গত হয়। কাঁটোয়ার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশের বৈদ্যগণ আপনাদিগকে শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বলিয়া সাহঙ্কারে পরিচয় দিয়া থাকেন; বস্তুতঃ শ্রীখণ্ডের বৈদ্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা সদাচার সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত।

রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে উপনীত বৈদ্যের ভাগ অধিক। বারেন্দ্র বঙ্গজের মধ্যে অনুপনীত বৈদ্যের ভাগ অধিক প্রায় সমস্তই শূদ্রবৎ; দ্বিজাতি সদৃশ অতি অল্প দেখা যায়।

যদি বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ হয়, তবে বল্লালসেন তাহাদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদাতে ভূষিত করিয়াছিলেন একথা বিশ্বাস্য নহে। আর যদি বৈদ্যেরা

বৈশ্য হয়, তবে অপর বৈশ্যদিগকে বল্লালসেন কৌলিন্য মর্য্যাদা হইতে বিচ্যুত করার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। এতৎ সম্বন্ধে উভয় বৈদ্য ও কায়স্থদের দাবী অন্যায় বলিয়া প্রতীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা সম্বন্ধে যে কয়েক খানা বহি লিখা হইয়াছে, কেবল তন্মধ্যেই ইহার উল্লেখ দেখা যায়; তদ্ভিন্ন কোন বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ নাই।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে বৈদ্যেরা যদি অম্বষ্ঠ না হয়, তবে বঙ্গদেশে অম্বষ্ঠ কে? ইহার উত্তরে আমি বলি যে পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ও শ্রীহট্টে যাহারা চন্দ্র বৈদ্য ও লতা বৈদ্য নামে বিখ্যাত এবং আমাদের বাঙ্গলাদেশে নাপিত ও বারুই বলিয়া পরিচিত, তাহারা অম্বষ্ঠ। ইহাদের জল ব্রাহ্মণের আচরণীয়। আমি ইতঃপূর্ব্বে প্রথম শ্রেণীর কায়স্থদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তদ্দ্বারা প্রকাশ যে, তাহারাও বৈশ্য ও শূদ্রের সংমিলনে জাত। যদি এতদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে তবে আমি তাহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইতে বলি। সেখানে বল্লাল সেনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বৈশ্য ও শূদ্রের সংযোগে যে সমস্ত কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পিতৃপক্ষে যাহাদের বৈশ্য জনক হয়, সেই সমস্ত কায়স্থেরা এইক্ষণও যজ্ঞোপবীত ধারণ

করে এবং বৈশ্যের সন্তান বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান সময়েতেও ভারতবর্ষে এইরূপে অনেক সঙ্কর জাতির উৎপত্তি অহঃরহ হইতেছে। তালাস করিলে তাহার দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বপারে ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা প্রভৃতি জিলাতে বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে বিবাহ হইয়া যে অপত্য উৎপন্ন হইতেছে দৃষ্টান্তস্থলে তাহাদিগকে উল্লেখ করা হইতে পারে। সেইজন্য কাহারও আশ্চর্য্যান্বিত বা বিরক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে।

এখানে একটী গল্প না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ জন্য মস্তক মুণ্ডন করেন। যে নাপিতের নিকট প্রভু মুণ্ডিত হন তাহার নাম মধু নাপিত। মধু নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং সে আপনাকে পরম ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিল যে সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে তখন সে আর অপরের পাদস্পর্শ (অর্থাৎ—ক্ষৌর) করিতে ইচ্ছা করেনা। প্রভুর পাদ চিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ রাখে না। মহাপ্রভু তদীয় ঈদৃশ উদার বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুকে কহিলেন, বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌর কার্য্য করিতে হইবে না। তুমি

মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর. তোমার অধস্তন সন্তান সন্তুতিবর্গও যেন আর ক্ষৌর কর্ম্ম না করে। তদবধি ঐ মধু নাপিতের বংশাবলী ও তৎসংসৃষ্ট নাপিতেরা ক্ষৌর কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ময়রার ব্যবসায় আরম্ভ করে এবং তদবধি ইহাদিগের নাম ময়রা এবং যাহারা পূর্ব্বাবধি মোদকাদি প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে তাহাদিগের নাম কুরী থাকিল। এক্ষণে নাপিত ও মধু নাপিত (ময়রা) পৃথক পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য। লধু নাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্য চরিতামৃতে ও চৈতন্য ভাগবতে আছে। সুতরাং এইজাতি তিনশত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

ঢাকা নগরেতে বৈদ্য, বসাক ও তন্তুবায় ব্যতীত আরও কয়েক শ্রেণীর লোক দেখা যায়; যথা—গন্ধ বণিক্য, কংস বণিক্য, স্বর্ণ বণিক্য ও গোপ তন্মধ্যে প্রধান। গন্ধ বণিক্যদের সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। মনু-সংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ের ৪১০নং শ্লোক—

বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেবচ।

পশূণাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাং॥

এবং ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৪৪ নং শ্লোক অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিবেচনা হয় যে গন্ধ

মাগধ, অর্থাৎ মাত্র পিতৃপক্ষে বৈশ্য কিন্তু আমার এই মত নহে। কংসবণিক্যেরা ও শঙ্খবণিক্যেরা শিল্পকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারাও বৈশ্যসন্তান। গোপদের সম্বন্ধেও মনুসংহিতা ও ভগবদ্গীতার উপরোক্ত বচনদ্বয় প্রযুজ্য। গোপগৃহে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। স্বর্ণবণিক্যদের সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে,—বল্লালসেন তাহাদের নিকটে ঋণপাশে আবদ্ধ ছিলেন এবং শাইলকের ন্যায় তাঁহাদের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া প্রতিহিংসা লওয়ার জন্য সোণার বেনেদের জল আচরণীয় নহে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাল বা তৈপাল নামে একশ্রেণীর লোক ঢাকাসহরে আছে। বর্দ্ধিষ্ঠ বসাকদের মধ্যে পূর্ব্বে ইহাদের জল চল ছিল না, কিন্তু আজকাল জল চল হইয়াছে। নবশাখদের মধ্যে ইহাদের নাম দৃষ্ট হয় না। তবে পালদিগকে শূদ্রশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করা যাইতে পারে। উপরোক্ত সমস্ত শ্রেণীর লোকদেরই মস্তকের গঠন পরীক্ষা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহারা সকলেই আর্য্য। অনার্য্যদের সম্বন্ধে আমি এই পুস্তকে বিশেষ কিছু লিখিতে ইচ্ছা করি না। আমি পূর্ব্বে লিখিয়াছি, ব্যবসায় অনুসারে জাতিবিভাগ হওয়ার পূর্ব্বে আর্য্য বৈশ্যদের মধ্যে

কামার, কুমার, তন্তুবায় প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকই আর্য্যদের মধ্যে ছিল; মনু বিধান করিয়াছেন যে, শূদ্রেরা শিল্পকার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে।

দেশপর্য্যটনকারী মিগাসথিনিস সাহেব গ্রীসদেশ-হইতে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা দর্শন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাহইতে দৃষ্ট হয় যে, সেই সময়ে ভারতবর্ষবাসীগণ সকলেই এক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তাহাদের মধ্যে জাতিবিভাগ ছিল না। শঙ্করা-চার্য্যের পরবর্ত্তী সময়ে জাতিবিভাগ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যদিও শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু জাতি অনুসারে ব্যবসায় বিভাগ তখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হইয়াছিল না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত আর সমস্ত লোকই এক বৈশ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল এবং আপন বুদ্ধি ও বিবেচনা অনু-সারে যাহার যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইত, সে তাহাই অবলম্বন করিত। মুসলমানদের ভারতবর্ষ অধিকার ও হিন্দুদের স্বাধীনতা বিনষ্ট হওয়ার পর তাহাদের মধ্যে জাতিবিভাগ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

বৈশ্যের কর্ত্তব্য কাজ কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য, কুসিদ ও বীজোৎপাদন করা। পরাশর মুনি লৌহ-

কার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে, আর্য্যদের মধ্যে স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ও তন্তুবায় পৃথক্ জাতিরূপে তখনও গণ্য হয় নাই।

মিগাসথিনিসের ভারতবর্ষে আগমনের প্রায় ৫০০ বৎসর পরে আমরা দেখিতে পাই যে, কতকগুলা শিল্পব্যবসায় অবলম্বনকারী লোক পৃথক্ জাতিমধ্যে গণ্য হইয়াছে। সেই সময়ে যে সমস্ত স্মৃতি বা ধর্ম্মসংহিতা লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে বাণিজ্য, সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় ও কারুকার্য্য এই সমস্তের উপরে ঐসব শাস্ত্রকারেরা ভয়ানক ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে দেশহিতৈষীমাত্রেই নিতান্ত ব্যথিত হন। যাজ্ঞবল্ক্য যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার সর্ব্বত্রই এই ঘৃণা অতি ভয়ঙ্করভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা কেবল তাঁহার অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার সংহিতাতে এই সমস্ত ব্যবসায়কে অপবিত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে সেই সমস্ত ব্যবসায়ীদিগকর্ত্তৃক প্রস্তুত করা খাদ্য দ্রব্য স্পর্শনীয় নহে। যাজ্ঞবল্ক্যের পরে যে সমস্ত সংহিতাকার বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা যাজ্ঞবল্ক্যের মতেই মত দিয়াছেন। এই সমস্ত লেখক মুসলমান রাজত্বকালে বাস করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা যে স্বাধীনপ্রকৃতি অথবা

সেই সমস্ত লেখকের সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যাতে অধিকার ছিল না। অতএব তাঁহারা যে অদূরদর্শী ও সহানুভূতি-বিহীন হইবে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা দুইচারি খানা ইংরেজীপুস্তক পাঠ করিয়া আপনাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই যে মত তদ্রূপ হইবে বড় বিচিত্র নহে। রাজার রাজ্য-শাসনের উপরেও এতৎসম্বন্ধে অনেক নির্ভর করে।

যে দেশে অস্ত্রনির্ম্মাতা ও অস্ত্রবিক্রেতা, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীদিগকে যাজ্ঞবল্ক্য ও তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের মূর্খ স্মৃতিকারেরা অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই দেশে কিরূপে শিল্পবিদ্যার উন্নতির আশা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ জ্ঞানহীন লোককে সেই সব সংহিতাকারকে বিশেষ আদর করিতে দেখা যায়। শিল্পব্যবসায়ীকে এইরূপে অসম্মানিত করিয়া ব্রাহ্মণ-লেখক আপন স্কন্ধেই সমস্ত সম্মানের বোঝা নিক্ষেপ করিয়াছেন। হিন্দুরা পরাধীনতা-শৃঙ্খলে দীর্ঘকাল বাস করাতে তাহাদের সত্যপ্রিয়তা ও সত্য-দর্শন-ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। অতএব কোন কথা সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত হইলে তাহাদের অমোঘ প্রত্যয় হয়।

... বৌদ্ধরাজা অশোক বিহার-

প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রাক্কালে আর্য্যেরা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হওয়ার ২০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয় ভ্রমণকারীরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা দেশে পরাক্রমশালী রাজাদিগকে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। সেই সময়ে হিমালয় হইতে পুরীর দক্ষিণ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে যখন চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএনসঙ্গ বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন পৌণ্ড্র, সমতাত, কামরূপ, তাম্রলিপি ও কর্ণসুবর্ণ, এই পাঁচটী সমৃদ্ধিশালী রাজ্য দর্শন করেন। এই কয়েকটী রাজ্য যে স্থানে বিস্তৃত ছিল, তাহা এখনকার ঢাকা, আসাম, বর্দ্ধমান ও রাজধানী বিভাগের সঙ্গে ঐক্য হয়।

বর্ত্তমান সময়ে ভূগর্ভে যে সমস্ত তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাহইতে জানা যায় যে, পাল ও সেনবংশীয় রাজারা মুসলমানদের বঙ্গদেশ আক্রমণের পূর্ব্বে তিন শত বৎসর এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশীয় রাজারা পশ্চিম উত্তরবঙ্গে এবং সেনবংশীয় রাজারা পূর্ব্ববঙ্গে ও ২ গাপসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমস্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ডাক্তর রাজেন্দ্র-

তাহার সর্ব্বপ্রথম নাম বীরসেন হয়। তাঁহার মত অনুসারে প্রসিদ্ধ আদিশূর ও বীরসেন একই ব্যক্তি হন। সংস্কৃত কবিরা লিখিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে বিদ্বান্ লোকের অভাব হওয়াতে তিনি কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের জন্য ৫ জন কায়স্থভৃত্য আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহা কবির কল্পনামাত্র। কায়স্থেরা বলে যে, তাহারা বল্লালসেন আনীত ঐ ৫ জন ভৃত্যের সন্তুতি হয়। যদি তাহাই হইত, তবে কখনই এত অল্প সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া কায়স্থের সংখ্যা বঙ্গদেশে এত অধিক হইতে পারিত না। এইরূপ গল্পের কোন ভিত্তি নাই। যদি ইহার কোন অর্থ থাকে, তবে ইহাদ্বারা আর্য্যদের পশ্চিমদিগহইতে ক্রমশঃ বঙ্গদেশে প্রবেশ প্রকাশ পায়। ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল দত্তের তালিকাতে বীরসেন প্রথম ও বল্লালসেন পঞ্চম হয়। বল্লালসেন একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মত এই যে, সেনরাজারা বৈদ্য-সংশসম্ভূত। ভূতপূর্ব্ব কমিশনর রমেশচন্দ্র দত্তের মত সেইরূপ নহে। আমার বিবেচনায় সেনরাজারা ক্ষত্রিয়। মথুরাধিপতি কংসের পিতা উগ্রসেন ও বল্লালসেন এক বংশসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ ব্যতীত আর কোথাও বৈদ্য নামে পৃথক্ জাতি

নাই; আমি ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, ত্রিপুরা প্রভৃতি অনেক স্থানে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিবাহ চল আছে।

এইক্ষণ বিবেচনা করা উচিত, বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগকে জাতিবিভাগ জন্য কোন্২ প্রধান শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কায়স্থ এবং শিল্পীদের মধ্যে তন্তুবায়, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ও কুমার, ইহারা সকলেই আর্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভূতপূর্ব্ব কমিসনর রমেশচন্দ্র দত্তের মতানুসারে ডোম, চামার, ধোবা এবং অপর সমস্ত লোক যাহাদের জল ব্রাহ্মণ গ্রহণ করেন না, তাহারা অনার্য্য। সৎগোপ প্রভৃতি অনেক অনার্য্য জাতি কৃষিকার্য্য ও পশুপালন-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। এতদ্ব্যতীত কৃষিকার্য্যাবলম্বী লক্ষ২ মুসলমান, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল, নিষাদ ও জেলে, ইহারা অনার্য্য আদিমনিবাসী হয়। তাহাদের আরও নিম্নে বাগদি, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি অনার্য্যগণ এইক্ষণ পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজভুক্ত হইতে পারে নাই। বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৪ কোটি লোক হয়, তন্মধ্যে আর্য্যদের সংখ্যা ৫০ লক্ষের অধিক হইবে না।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে যে গোপগণ পশুপালন-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তবে কি তাহারা অনার্য্য? ইহার উত্তরে আমি বলি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহার প্রভৃতি অনেক স্থানের গোয়ালারা অনার্য্য

হয় ; কিন্তু ঢাকা, বৃন্দাবন ও মথুরার গোপগণ অনার্য্য নহে। তাহাদের সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ৮ম অধ্যায়ের ৪১০ শ্লোক ও ভগবদ্গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক প্রযুজ্য ; অর্থাৎ বৃন্দাবনের গোপগোপীগণ বৈশ্য হয় ; নতুবা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব কখনই নন্দগৃহে প্রতিপালিত হইতে দিতেন না। ঢাকা, মথুরা, বৃন্দাবন ব্যতীত অপর কোন স্থানের গোপগণ আপন বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিতে পারিলে তাহাদিগকে আর্য্যশ্রেণীভুক্ত করিতে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ।

কায়স্থ জাতি।

কায়স্থদের সম্বন্ধে আর কিছু লিখার পূর্ব্বে আমি আর্য্যজাতির বিস্তৃতি বিষয়ে যে আর একটী মত আছে তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব।

আমি ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, আর্য্যেরা আরারট পর্ব্বতের সান্নিধ্যে মধ্য আসিয়ার কোন জনপদ হইতে আগমন করিয়া কতক পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কতক পশ্চিমদিকে গ্রীস, ইতালি প্রভৃতি দেশে চলিয়া যান। কেহ২ বলেন, ভারতবর্ষের অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্তই প্রথমতঃ তাহাদের বাসভূমি ছিল, এবং ইন্দ্রাদি দেবতার অংশ হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি

হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা সলিমন ও হিন্দুকুশ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া পারস্য, রুসিয়া, গ্রীস, ইতালি, জর্ম্মণি ও ইংলণ্ড দেশে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে থাকেন। এই জন্য এই সব জাতির ভাষাতে অনেক বিষয়ে মিল রহিয়াছে। এতদুভয় মতের মধ্যে কোনটী প্রকৃত হয়, তাহা নিরূপণ করা সহজ নহে।

কায়স্থদের উন্নতি ইংরেজশাসন সময়ে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়; তৎপূর্ব্বে তাহাদের হীনাবস্থা ছিল। বাস্তবিক, শূদ্রশ্রেণী কায়স্থে পরিণত হওয়ায় সমকালই তাহাদের অভ্যুদয়েরও সময় হয়। তাহার কারণ আমি ইতঃপূর্ব্বে সবিস্তার লিখিয়াছি। বৈশ্য-রক্ত শূদ্র-ধমনীতে প্রবেশ করা সেই উন্নতির প্রধান কারণ। কায়স্থদের নাম ২০০ বৎসরের পূর্ব্বে কখনও কেহ শুনে নাই। আলবেরুণির সময়েতে কায়স্থদের উৎপত্তি এবং তাহার পরবর্ত্তী সময়েতেই তাহাদের কথা শুনা যায়। যদিও পুরাণের কোন২ স্থানে কায়স্থদের বিষয় উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই সমস্ত বচন যে প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দাক্ষিণাত্যে মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত পুরাণ আছে, তাহাতে কায়স্থদের কোন উল্লেখ নাই। অতএব বঙ্গদেশে

সেই সব বচন পরে যোজনা করা হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। আজকাল কায়স্থদের অবস্থা বিশেষ উন্নত এবং তাহাদের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ লোকও আছে। অতএব সেই সকল বচন তাহাদের দ্বারা রচিত হওয়া বিচিত্র নহে; কিংবা কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণদ্বারা রচনা করাইয়া কায়স্থ প্রকাশিত-গ্রন্থে সেই সব বচন প্রক্ষেপ করা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আমি ইতঃপূর্ব্বে বৈদ্যদের সম্বন্ধে ঘৃণাসূচক উক্তি মহাভারতের ন্যায় পুরাতন ধর্ম্মগ্রন্থে প্রচার করার কথা লিখিয়াছি। পুরাণে কায়স্থদের বিষয় যে২ স্থানে উল্লেখ আছে, তাহার রচনার সঙ্গে পুরাণের অপর অংশের রচনার তুলনা করিলে পরস্পরের পার্থক্য সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

কায়স্থদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অপর এক গল্প আছে। তাহারা বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ চিত্রগুপ্ত হয়। এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। কায়স্থেরা মধ্যম পাণ্ডবের ন্যায় আপনাদিগকে ইন্দ্রপুত্রও বলিতে পারে; কিংবা অলিম্পাস্ পর্ব্বতবিহারী জুপিটর্ দেবতার সন্তান বলিলেও তাহাদের পক্ষে অত্যুক্তি হইবে না।

কায়স্থদের সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সব পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকেরা স্বীকার করেন যে

মনুসংহিতাতে কায়স্থদের কোন উল্লেখ নাই ; কিন্তু তাহারা বলে যে, মনুসংহিতার টীকাকার মেধাতিথির গ্রন্থে তাহাদের নাম উল্লেখ আছে। মেধাতিথির টীকা অধিক প্রাচীন নহে ; বিশেষতঃ সেই পুস্তকের যে২ স্থানে কায়স্থদের কথা উল্লেখ আছে তাহা যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন তাহার নিশ্চয়তা কিছুই নাই।

কায়স্থেরা বলে যে তাহাদের ক্ষত্রিয়বীর্য্যহইতে উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহার প্রামাণার্থ ঐ সমস্ত লেখকেরা ধ্রুবানন্দ মিশ্র রচিত কায়স্থকারিকা হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করেন।

যত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যান্তরজো যস্মাৎ ক্ষত্রিয় পরিরক্ষকঃ ॥
বিজ্ঞানজীবনোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতীয়সেবকঃ ॥
মন্ত্রবর্জ্জিত সংস্কারো নমস্কারক্রিয়াপরঃ।
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণতৃতয়সেবকঃ ॥
অনেকব্যবহারজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তিতএবৈ।
তেষানুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ ॥
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ।
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ ॥

অর্থ। প্রথম ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয় তাহাদের রক্ষক ক্ষত্রিয়, উভয়েই বিজ্ঞানের নানা বিভাগে অদ্বিতীয়

পণ্ডিত, কার্য্যক্ষম ও সম্মানজনক ব্যবসায়াবলম্বী। এতদুভয়ের উপাসক তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য। চতুর্থবর্ণের মন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকার নাই এবং নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিয়া ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়েরা নানা পন্থাগামী, তন্মধ্যে অক্ষরজীবক কায়স্থেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হে চিত্রবিচিত্র! তোমরা দ্বিজ এবং তোমাদের বেদপাঠ ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করার অধিকার আছে।

উপরোক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন যে, ব্রহ্মা চিত্রবিচিত্র নামে দুই ভ্রাতার সৃজন করেন এবং তাহাদের বীর্য্য হইতেই সমস্ত কায়স্থদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ-বিহীন ও অসারবচন গ্রহণীয় নহে। গ্রীস ও ভারত-বর্ষে যে সমস্ত দেবদেবীর গল্প আছে, চিত্রবিচিত্রের জন্ম ও কায়স্থদের উৎপত্তিও সেইরূপ উপন্যাসের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ধ্রুবানন্দ মিশ্র কর্ত্তৃক কায়স্থকারিকা মাত্র ৩০০ বৎসর হইল রচিত হইয়াছে। কায়স্থ কারিকাতে ধ্রুবানন্দ মিশ্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনেক স্থলে মনুর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং উহা পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, একজন অপ্রাচীন ও কায়স্থপক্ষ সমর্থনকারী ব্যক্তির মুখ হইতে ঐউক্তি

যে বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সেবা করিবে, ইহা মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত; কারণ বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দ্বিজ হন। উপরোক্ত শ্লোকে আরও লিখা আছে যে, ক্ষত্রিয়েরা নানা কার্য্যাবলম্বী, তন্মধ্যে লেখক ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ নামে অভিহিত হইবে। আমাদের দেশে সংস্কৃতের আদর আছে, কিন্তু এক লক্ষ লোকের মধ্যে একজন সংস্কৃত শিক্ষা করে কি না সন্দেহ। সেই জন্যই ধ্রুবানন্দ মিশ্র কায়স্থকারিকার ন্যায় শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ পুস্তক লিখিতে সাহস করিয়াছেন। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কায়স্থকারিকা হইতে আরও দুই একটী বচন উদ্ধৃত করিব, তাহা হইলে ইহা কি কদরের জিনিস অনায়াসে টের পাওয়া যাইবে।

কায়স্থদের "বসু" উপাধি "বসুক" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি "দত্ত" উপাধি অতি প্রাচীন। ঘোষ, গুহ ও মিত্র উপাধি আধুনিক, গত ৫০০ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে সৃজন হইয়াছে। যদি কাহারও ভিন্ন মত হয়, আমার ভ্রম প্রমাণ করিতে পারিলে বাধিত হইব।

কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থের আগমন বর্ণন করিয়া ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন

গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ ॥

অর্থ। প্রধানেরা (কায়স্থেরা) হস্তি, অশ্ব ও পাল্‌কিতে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পিয়াদার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বলদের গাড়ীতে আরূঢ় হইয়া আগমন করিয়াছিলেন।

দেবীবরের পুস্তকেও সেইরূপ বচন পাওয়া যায় যথা—

গোযানাদাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়ঃ
গজে দত্তকুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ ॥

অর্থ। বিপ্র গোযানে, ঘোষ, বসু ও মিত্র অশ্বারোহণে, দত্ত গজোপরি ও বুদ্ধিমান গুহ নরযানে আগমন করিয়াছিল।

নিম্নশ্রেণীর লোক যাহারা হঠাৎ উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে পদদলন করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ নির্লজ্জ মূঢ় লোককর্ত্তৃকই এইরূপ উক্ত হওয়া সম্ভব। ধ্রুবানন্দ মিশ্র কি দেবীবর ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া স্বজাতীয় লোককে এইরূপে অপমানিত করা সম্ভবপর নহে। স্পষ্টতঃ ইহাতে সেইরূপ নীচপ্রকৃতি লোকের হাত রহিয়াছে। পুরাণ ও মহাভারতে যেরূপ প্রক্ষিপ্ত বচন দৃষ্ট হয় এই বচনদ্বয় সেইরূপ প্রক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। অথবা ব্রাহ্মণের নামে

কোন কায়স্থ এই পুস্তকদ্বয় রচনা করিয়াছে। কায়স্থ-কারিকার ন্যায় পুস্তক কখনই শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিতে পারে না।

ইহা সকলেই বিদিত আছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেইল-ওয়ে খোলার পূর্ব্বে এদেশের সমস্ত ভাণ্ডারী চাকর কায়স্থদের মধ্য হইতে গৃহীত হইত। ইংরেজ-শাসনে সেই সব কায়স্থেরা ইংরেজী লিখাপড়া শিখিয়া আপন অবস্থা অনেক উন্নত করিয়াছে। এইক্ষণ দেশে কায়স্থ চাকর পাওয়া দুর্ঘট। আমি পাঠ্যাবস্থাতে স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, ঢাকার ন্যায় বৃহৎ সহর বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের কায়স্থ চাকরের সাহায্যে চলিয়াছে। আজকাল রেইলপথে আগত বিহার প্রভৃতি পশ্চিম-দেশীয় পশ্চিমা চাকরদ্বারা অধিকাংশ কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কায়স্থ ভাণ্ডারী চাকরের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম।

এইক্ষণ কৌলীন্য প্রথা সম্বন্ধে এই পুস্তকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বাসনা করি। কায়স্থেরা যে কৌলীন্যের দাবী করে তদ্বিষয়ে এইরূপ গল্প আছে যে, কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা গুহ, ঘোষ, বসু, মিত্র ও দত্ত-দিগকে একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের মধ্যে কাহারা ব্রাহ্মণদের সেবা করিতে

করিতে রাজি হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ দত্তদের উপরে বিরক্ত হইয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে, কায়স্থ মাত্রেই কুলীন হইবে, কিন্তু দত্তেরা কখনই কুলীন হইতে পারিবে না। এইরূপ গল্পের যে কোন ভিত্তি নাই তাহা লিখা অনাবশ্যক। ইহাতে প্রকাশ পায় যে, দত্তেরা ভাণ্ডারী শ্রেণীর অন্তর্ভূত নহে। আমি ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, দত্তেরা বৈশ্যসন্তান, কায়স্থদের সঙ্গে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা তাহারা এইক্ষণ সেই শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।

বল্লালসেন কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা চল করিয়াছে বলিয়া কিংবদন্তী আছে। সেনবংশীয় রাজারা ক্ষত্রিয়। তাঁহারা মথুরা, কাশ্মীর ও বঙ্গদেশে কোন এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বল্লালসেন এতদূর নির্ব্বোধ ছিলেন না যে, বাঙ্গালা দেশের কায়স্থদিগকে ইতর বিশেষ না করিয়া সকলকেই এক সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদাতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তখনকার কায়স্থেরা অধিকাংশই ভাণ্ডারী ছিল, কিংবা তহসিলদারী গোমস্তাগিরি প্রভৃতি সামান্য চাকরী করিত। এইক্ষণকার মত তাহাদের মধ্যে সবজজ, মুনসফ্ কি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ ছিল না।

ইহা অসম্ভব নহে যে, কায়স্থদের মধ্যে কেহ২ নিজ

ছিলেন এবং দেশের রাজা তাহাকে কৌলীন্য মর্য্যাদাতে বিভূষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা কখনই সম্ভবিত নহে যে, বল্লালসেন কোন ইতর বিশেষ না করিয়া কায়স্থ নির্ব্বিশেষে সকলকেই কুলীন করিয়াছিলেন। বল্লাল-সেন যে জাতি বিভাগ করিয়াছিলেন তাহা স্বেচ্ছা-চারিতা দোষে দূষিত এবং তাহার হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে কোনপ্রকারে ঐক্য হয় না। তাঁহার পক্ষে শিল বা সোণার বাণিয়াদিগকে এবম্প্রকার অপদস্থ করা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। ইহারা যে আর্য্যসন্তান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত হওয়ার উক্তি মার্সমান সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে ও কায়স্থকারিকা প্রভৃতি কয়েক খানা পুস্তকে দৃষ্ট হয়। মার্সমান সাহেব একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ইংরেজ। তিনি অনুমান ৬০ বৎসর হইল শ্রীরামপুরে বাস করিয়া-ছিলেন। মার্সমান সাহেব বাঙ্গালীদের সামাজিক অবস্থা নিজে কিছুই অবগত ছিলেন না। কায়স্থদের সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার শুনা কথা। মার্সমান সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র নৃশংস ইত্যাদি যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তিনি মিসনরি হইলেও যে নিরপেক্ষ-

লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে যাহারা নানা সদ্গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন, বল্লালসেন তাহাদিগকে কুলীন করিয়াছিলেন।" কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থদের মধ্যে সকলেই আপনাকে কুলীন সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাস্তবিক কায়স্থদের মধ্যে অবস্থা ভাল হইলেই কুলীন বলিয়া পরিচয় দেয়; নতুবা অবস্থা মন্দ হইলে ইতর বিশেষ না করিয়া ইহারা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

পণ্ডিতবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজীতে যে ভারত-বর্ষের ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহার ৩৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে প্রতীত হয় যে, বল্লালসেন নূতন সমাজের পত্তন করেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করেন না। বাঙ্গালা ভাষাতে সেই ইংরেজী ইতিহাসের যে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহা কোন২ স্থলে অশুদ্ধ। এতৎসম্বন্ধে উভয় পুস্তকের ৩৪ ও ৩৭ পৃষ্ঠা তুলনা করিলেই অনা-য়াসে বুঝা যায়।

বল্লালসেন যে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা চল করিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ। কায়স্থকারিকা লেখক ধ্রুবানন্দ মিশ্র কুলীন ব্রাহ্মণের নবগুণ কায়স্থে অর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্ক্তি রচনা করিয়াছেন।

নবগুণৈস্তু সংযুক্তঃ কুলীনো দেবতা স্বয়ং।
মৌলিকা যে বরাস্তেষাং ঘটকা স্তুতিপাঠকাঃ ॥

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥

*   *   *

বিদ্যাবাংশ্চ শুচির্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী দয়াশীলো কায়স্থসপ্তলক্ষণম্ ॥

ধ্রুবানন্দের পরিচয় কতকটা আমি পূর্ব্বেই দিয়াছি। এইক্ষণ কায়স্থকে কুলীন করার উদ্দেশে সংস্কৃত বচন রচনা করা বড় কঠিন কার্য্য নহে। বল্লালসেন মাত্র এক ভগ্নাংশ ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন; কিন্তু কায়স্থদের এতদূর জেদ যে, তাহাদের মধ্যে আগা গোড়া সকলকেই নবগুণে ভূষিত অনুমান করিতেই হইবে। ইহা হইতে সময়েতে আবার শাখা প্রশাখা নির্গত হওয়া বিচিত্র নহে। অতএব তজ্জন্য আমরা কায়স্থদিগকে কোন২ পুস্তকে (ক) কুলীন ও (খ) মৌলিক এই দুই ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই; এবং মৌলিকদিগকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। বল্লালসেন যে কায়স্থদিগকে কুলীন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও প্রমাণ নাই।

অপর এক জন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র এই চারি শ্রেণীর লোক আদি কুলীন এবং রাজবংশ হইতে ইহাদের উৎপত্তি, কিন্তু দত্তদের বিনয় না থাকাতে তাহাদিগকে মৌলিক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল।

আমি ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, দত্তেরা বাস্তবিক বৈশ্যসন্তান। তাহারা অপর অনেক কায়স্থের ন্যায় অবস্থা মন্দ হইলে ভাণ্ডারিগিরি কার্য্যে রত হয় না। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ব্রাহ্মণেরা দত্তদিগকে আপন সেবা করিতে আদেশ করেন, কিন্তু তাহারা অস্বীকৃত হওয়াতে তাহাদিগকে অবিনীত বলা হইয়াছে।

যদি ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্র রাজবংশ সম্ভূত হয়, তবে অপর অনেক জাতীয় লোকদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠবংশ জাত বলিতে হইবে; কিন্তু তাহা হইতে পারে না। অতএব ঘোষ, বসু, গুহ ও মিত্রদিগকে রাজার সন্তান বলা জবরদস্তি বই আর কিছুই নহে। আর এতদ্দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন ভাণ্ডারী আসা এবং বর্ত্তমান কায়স্থেরা যে তাহাদের সন্ততি সেই সব কথার কোন অর্থ থাকে না। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তৎসঙ্গে পঞ্চ ভাণ্ডারীর আগমন কবির কল্পনা বই আর কিছুই নহে।

কায়স্থদের আভিজাত্য প্রমাণার্থ বলা হইয়া থাকে যে, ঢাকা সহর আগলিগোলা নিবাসী রাধারমণ দেব, ঢাকা জিলা সাভার নিবাসী বিনোদবিহারী দেব, ঢাকা জিলা রোয়াইল নিবাসী মনমোহন ঘোষ, ফরিদপুর জিলা যাত্রাবাটির অধিকারীগণ, বর্দ্ধমান জিলা কুলীন-

গ্রাম নিবাসী রামানন্দ বসু প্রভৃতি অধ্যাপকদের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাত্র আছে। কিন্তু ইহা বড় বিচিত্র নহে; কারণ ক্ষত্রিয় জনকরাজারও ব্রাহ্মণ ছাত্র ছিল। খেতারির রাজপুত্র নরোত্তম দত্ত ঠাকুরেরও অনেক ব্রাহ্মণ ছাত্র ছিল। আমাদের দেশে চিরকালই বিদ্যার জোর থাকিলে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই ছাত্র হইতে বাসনা করে, এবং তাহারা সাদরে গৃহীতও হইয়া থাকে। গুরু কোন্ জাতীয় সব সময়ে লোকে তাহা বিচার করে না।

এ পর্য্যন্ত কায়স্থদের সম্বন্ধে যে সব পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়াছে, সেই সমস্ত পুস্তকেই দৃষ্ট হয় কায়স্থেরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। আজকাল তাহাদের মধ্যে কিয়দংশ আপনাদিগকে বৈশ্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই শেষোক্ত লোকের মতই কতকটা শুদ্ধ হয়। তবে কায়স্থেরা কিরূপ বৈশ্য তাহাই বিচার্য্য। কায়স্থদের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বিদ্যাবুদ্ধিবলে উচ্চপদ লাভ করিয়াছেন।

আমি স্বয়ং রঙ্গপুরে কিছুকাল বাস করিয়াছিলাম। সেইস্থানে পূর্ব্বে রাজবংশীদের জলচল ছিল না; কিন্তু এইক্ষণ রঙ্গপুরবাসী অনেক বাবু রাজবংশী চাকর

রঙ্গপুরবাসী বাঙ্গালী বাবুরা নিরাপত্যে রাজবংশী চাকরের জল গ্রহণ করে অর্থাৎ রাজবংশীয়েরা এইক্ষণ কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আমি শ্রীহট্টে থাকা কালীনও এইরূপে তথাকার হালুয়া দাসদিগকে কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইতে দেখিয়াছি। সর্ উইলিয়ম্ হন্টর সাহেব রাজবারাদেশ বর্ণনকালে লিখিয়াছেন "আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাই যে, দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমস্তে অনার্য্য রাজা ও বীরপুরুষগণ রাজপুত জাতিতে পরিণত হইতেছে"। রিসলি সাহেব ছোট নাগপুরের অবস্থা বর্ণনকালীন ঠিক সেইরূপ লিখিয়াছেন। অতএব আমি পূর্ব্বং পৃষ্ঠাতে যাহা লিখিয়াছি, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে কায়স্থদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) আলবেরুণির সময় হইতে বৈশ্য ও শূদ্র সংমিলনে যে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) শূদ্র কায়স্থ। এই শ্রেণীর কায়স্থদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়।

(৩) আদিম নিবাসী কায়স্থ। ইহারা কায়স্থদের মধ্যে সর্ব্ব নিম্নস্থান অধিকার করে।

প্রথম শ্রেণীর কায়স্থদের ধমনীতে বৈশ্যরক্ত প্রবাহিত হওয়াতে তাহাদের মধ্যে দক্ষ ও বিচক্ষণ লোকের অভাব নাই। এই শ্রেণীর কায়স্থেরা ইংরেজ

আগলে অনেক উচ্চপদে অধিরোহণ করিয়াছে; কারণ ইংরেজ শাসনকর্ত্তারা জাতি ও বংশাবলীর দিকে লক্ষ্য না করিয়া, ইংরেজী লিখা পড়া জানে কি না এবং চরিত্র বিশুদ্ধ কি না তাহা দেখিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করেন এই কারণ বশতঃ অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে বড়২ কাজ করিতে দেখা যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কায়স্থদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। তাহাদের মধ্য হইতে সেকালে সমস্ত ভাণ্ডারী চাকর আগমন করিত এবং একালেও কতক২ সেই শ্রেণী হইতে সঞ্জাত হয়।

এই তিন শ্রেণীর কায়স্থেরা পরস্পর এরূপ ওত-প্রোতভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, একেকে অন্য হইতে পৃথক্ করা দুষ্কর।

উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈশ্য পিতা ও শূদ্রা মাতা হইতে যে সব কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা "করণ" কায়স্থ নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম বঙ্গে পিরলি ও দক্ষিণ বঙ্গে মঘিয়া নামে দুই প্রকার কায়স্থ রহিয়াছে। দিল্লির বাদসাহের মহম্মদ পিরলি নামে একজন দুর্দ্দান্ত সেনাপতি ছিল। সে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া অনেক বাঙ্গালী রমণীর সতীত্ব হরণ করিয়াছিল। যে সব পরিবার সেই

প্রসিদ্ধ। সেই মুসলমান সেনাপতির আক্রমণ পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল না, অতএব পূর্ব্ববঙ্গে পিরলি কায়স্থ নাই। অনেকেই অবগত আছেন, মুসলমান রাজত্বের দুর্ব্বল অবস্থাতে আরাকান প্রভৃতি স্থান হইতে মগেরা সমুদ্রপথে আগমনপূর্ব্বক উপকূল স্থিত অনেক স্থান লুণ্ঠন ও নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। যে সব গ্রামের উপর দিয়া সেই সব মগেরা গমন করিয়াছিল, তাহাদিগ কর্ত্তৃক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা দূষিত না হইয়া থাকিলেও, সেই সব স্থান-বাসী কায়স্থেরা মঘিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

বল্লালসেনের দোহাই দিয়া যে সব কায়স্থেরা আপনাদিগকে কুলীন ও মৌলিক বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা স্বশ্রেণীর লোকদিগকে বাড়াইবার জন্য অনেক স্বকপোলকল্পিত নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছে; কিন্তু সেই সব কায়স্থ মহাশয়দের চাতুরী বই আর কিছুই নহে বল্লালসেন কায়স্থদের জন্য এইরূপ নিয়মাবলী কখনও করেন নাই। বল্লালসেন অবশ্য কুলীন ব্রাহ্মণের স্রষ্টা এবং তাহাদের জন্য কতক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবশাখ।

এপর্য্যন্ত জাতিমালা বিষয়ে যে সব পুস্তক বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পুস্তকেতে "নবশাখ" নামে এক পৃথক্ শ্রেণী করা হইয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে জাতিবিভাগ সম্বন্ধে তথ্য জানিতে হইলে পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক। সেই সব পুস্তকে যে ভাবে জাতিবিভাগ করা হইয়াছে, তাহা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রকৃত কথা এই, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষাতে রচিত। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল ও কলেজে যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে এবং দেশের রাজা ইংরেজ হওয়াতে অধিকাংশ লোকই ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার লাভ করিতে চেষ্টা করে; এবং সংস্কৃত ভালরূপে তাহাদের জানা না থাকাতে, জাতি-বিষয়ে তাহাদের জ্ঞান অতি সামান্য। বাঙ্গালা ভাষাতে জাতিবিভাগ সম্বন্ধে যে সব পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়াছে তৎসমস্ত স্বার্থান্ধ লোক দ্বারা রচিত। অতএব ইহারা যে মনু ও অপর ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধ মত দিবে বড় বিচিত্র নহে। এই নবনাকদের মধ্যে অনেক বৈশ্যও আছে। বল্লালসেনকর্ত্তৃক হউক কি অন্য কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃকই হউক, এইরূপে জাতি-

কোন বিষয়ে শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে বিশেষ২ গুণ বা অবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহা করিতে হইবে। জাতিবিভাগ সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতির বৃত্তিই মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে ইহার প্রশস্ত উপায়। নবশাখদের মধ্যে বসাক, গোপ প্রভৃতি বৈশ্য হয়; কর্ম্মকার, মালাকার, তন্তুবায়, কুমার প্রভৃতি শূদ্র হয়; আর বারুই, নাপিত প্রভৃতি সঙ্কর জাতি হয়। ইহাদের সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করা নিতান্ত অবিবেচনা ও স্বেচ্ছাচারিতার কাজ হইয়াছে।

সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তক লেখক বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পুস্তকের ১১৯ পৃষ্ঠাতে লিখিয়াছেন "নবশাখ বা নবশায়ক, যথা তিলী, মালী, তাম্বুলী, গোপ, নাপিত, মোদক(?)লী, কামার, কুমার ও পুঁটুলী এই নবশাখাবলী"। তিনি আরও লিখেন "পুঁটুলী বলিলে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, তন্তুবায়, কুরী (মোদক) সচরাচর তাহাদিগকে ময়রা বলা যায়। প্রকৃত পক্ষে মোদক (কুরী নহে) ইহাদিগের উপাধি মধুনাপিত। দধি, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালদিগের জল, সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রচলিত করেন"।

হেড্‌মাষ্টর মহাশয় বোধ হয় শ্রীকৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে এতদূর অনভিজ্ঞতা

দিগকে কিরূপে নবশাখ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন বুঝিতে পারি না।

এই সব পুস্তকে দৃষ্ট হয় "নবসাক" শব্দ তালব্য "শ" সংযোগে লিখিত হইয়াছে। বসাক শব্দ "বস্থুক" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। অতএব দন্ত্য "স" দ্বারা লিখিলেই ইহা শুদ্ধ হয়। তালব্য "শ" দ্বারা বানান করার তাৎপর্য্য এই যে, বোধ হয় ঐ সব গ্রন্থকারেরা মনে করেন "নবশাখ" শব্দ বৈশ্য শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্বকোষকর্ত্তা নবসাকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যদিও বৈশ্য শব্দে কৃষিব্যবসায়ী ও শিল্পব্যবসায়ী উভয়কেই বুঝাইতে পারে, তথাপি নবশাখগণ উপবীত গ্রহণ ও বেদাধ্যয়ন না করায় ইহাদিগকে শূদ্র শ্রেণীতে পরিগণিত করা যায়"। মনুসংহিতানুসারে শিল্প বৈশ্যের কার্য্য নহে। শূদ্র দ্বিজাতির সেবাদ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলে শিল্পকার্য্য অবলম্বন করিবে। বিশ্বকোষ-লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা মনুসংহিতার বিরুদ্ধ হয়। বিশ্বকোষকর্ত্তা আপনমত সমর্থনার্থ পরাশর-সংহিতা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরাশর-সংহিতার কোন্ অধ্যায়ে যে সেই বচন রহিয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। আমি এই পুস্তকের আরম্ভেতে যাহা লিখিয়াছি তদ্দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে খৃষ্টাব্দের

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিদ্বারা আর্য্যসমাজ গঠিত হইয়াছিল। অতএব নবশাখ নামে যে পৃথক্ একজাতি পরাশর মুনির সময়েতে ছিল, কখনই হইতে পারে না। অতএব এই বচন যে প্রক্ষিপ্ত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থদূষণ কার্য্যে কায়স্থদের হাত যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে এবং কোন২ কায়স্থ এই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী। মহাভারতের ন্যায় প্রাচীন গ্রন্থেও ইহারা হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই; পুরাণাদিরত কথাই নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ২ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া স্বার্থ-পরবশ হইয়া নিজেই হউক অথবা ব্রাহ্মণদের সাহায্যে মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থসমূহে অনেক নূতন বচন প্রক্ষেপ করিয়াছে। এই সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বচনের রচনার সঙ্গে আসল গ্রন্থের রচনার তুলনা করিলে "প্রক্ষেপ" অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

"সম্বন্ধনির্ণয়" পুস্তক লেখক যদি নব শব্দের অর্থ নূতন ধরিয়া থাকেন তবে আমি পূর্ব্বে যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই এতদ্দ্বারা সমর্থন হয়। আর "নব" শব্দের অর্থ নয় করিলেও এই বিভাগ যে আধুনিক তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়; কারণ মনুর সময়ে আর্য্যেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত

তায় যাহা আছে তাহার অতিরিক্ত কোন বিভাগ দেখিলে আমরা অবশ্য তাহা নূতন বলিয়া গণ্য করিব।

কায়স্থদের সম্বন্ধে কৃষ্ণনগর নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু লালমোহন বিদ্যানিধির পুস্তক হইতে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

তিনি লিখিয়াছেন "বঙ্গদেশস্থ যে সকল ব্যক্তি আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র"।

"উত্তররাঢ়ীগণ আপনাদিগকে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন না। তাঁহারা আপনাদিগকে পঞ্চকরণের সন্তান বলিয়া অভিহিত করেন। এবং বল্লালদত্ত কৌলীন্য স্বীকার করেন না। রাঢ়ের উত্তরাংশে বাস ও বল্লালমর্য্যাদা সংস্থাপনের উত্তরকালে আপনাদিগের মধ্যে মর্য্যাদা সংস্থাপন করেন বলিয়াই, আপনাদিগকে উত্তররাঢ়ী সংজ্ঞা দেন। উহাদিগের মধ্যে দৃষ্টিভোগ প্রচলিত।"

"ইহারা আপনাদিগের উপাধির পূর্ব্বে "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন, এবং কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ভৃত্যের অধস্তন সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না; করণ কায়স্থ হইতে ইচ্ছা করেন। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী

বিধান নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় উপাধির অগ্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ঐ দাস শব্দ জঘন্য উপাধি নহে, প্রত্যুত ইহা আদিবংশের পরিশুদ্ধির পরিচায়ক মাত্র"।

"অভিমানী শূদ্রেরা যদি ও স্থলবিশেষে দাস শব্দ ব্যবহার না করুন, তথাপি তাঁহাদিগের ঐ দাস শব্দ-হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়ান্তর নাই। যিনি আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিবেন ও হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন, তাহাকে অবশ্য পূজা, পার্ব্বণ ও বিবাহাদিতে গোত্র উল্লেখ কালে দাস শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। নতুবা গত্যন্তর নাই। বর্ণসঙ্করগণের মধ্যেও অনেকে দাস শব্দ পূর্ব্বক উপাধি কীর্ত্তন করিয়া সৎশূদ্রের মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"

"যে সকল কায়স্থ পূর্ব্বাবধি বঙ্গদেশে বাস করিতেছে, যাহারা পাশ্চাত্য কায়স্থদিগের সহিত সংশ্রবাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই এবং বরেন্দ্রভূমিই যাঁহাদিগের সূতিকাগৃহ তাহারাই বারেন্দ্র কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত, অধুনা রাজসাহী জিলা, মুরশিদাবাদের পূর্ব্বভাগ ও নদীয়া জিলার উত্তরাংশে ইহাদিগের বাস অধিক দেখা যায়"।

"দত্ত অহঙ্কার হেতু পঞ্চ ব্রাহ্মণের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করেন। যিনি বলিয়াছিলেন

দত্তকারো ভৃত্য নয় সঙ্গে আগমন।
বিপ্র সঙ্গে থাকি করি তীর্থ পর্য্যটন॥

সেই অপরাধে ইনি রাজাকর্ত্তৃক কৌলীন্যাধিকার বিষয়ে বঞ্চিত হয়েন। গুহ অবিনয় হেতু রাঢ়দেশে কুলমর্য্যাদা প্রাপ্তি বিষয়ে অকৃতার্থ হয়েন। তদনুসারে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে দত্ত এবং গুহ মৌলিক মধ্যে গণ্য। সন্মৌলিক অর্থাৎ সিদ্ধমৌলিক রূপে বিশেষ খ্যাতাপন্ন"।

উড়িয়া কায়েতদিগের উপাধি "মাইতি।" তাহারা কটকীকায়েত হইতে পৃথক্ হয়। কটকীকায়েতরা দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত।

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন ও তাঁহাদের সঙ্গে পাঁচজন ভৃত্যের আসা এই কথা কবির কল্পনা মাত্র এবং ইহার কোন ভিত্তি নাই। কায়স্থকুলদীপিকাতে সর্ব্বপ্রথম এই কথার উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুরা কোন বিষয় লিখিতে প্রায়ই কল্পনার সাহায্য লইয়া তাহা পদ্যচ্ছন্দে লিখিয়াছেন, সত্য নির্ণয় করিতে তাঁহারা কখনই চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু ইয়ুরোপের অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই জন্যই ইয়রোপে বিজ্ঞানের এত দূর উন্নতি হইয়াছে। আর্য্যেরা পশ্চিম হইতে ক্রমশঃ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সেই সমস্ত পুস্তকে কায়স্থদের কৌলীন্য সম্বন্ধে যাহা২ লিখা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই কায়স্থ কুল-দীপিকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমি ইতঃপূর্ব্বে কৌলীন্য প্রথাসম্বন্ধে এই পুস্তকে কতক লিখিয়াছি এবং মৎকৃত ইংরেজী পুস্তকে এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার লিখা আছে। কায়স্থেরা আপনাদের আভিজাত্য প্রচার করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত, কিন্তু তাহারা যে শূদ্র কেহই অস্বীকার করিবে না। ব্রাহ্মণদের সদৃশ কায়স্থদের মধ্যে কোন কৌলীন্য প্রথা নাই। বল্লালসেন যদ্রূপ ব্রাহ্মণদিগকে কুলীন করিয়াছিলেন, কায়স্থদিগকে তদ্রূপ কুলীন কখনও করেন নাই। ব্রাহ্মণদের কৌলীন্য প্রথার দেখাদেখি যে কায়স্থেরা তদ্রূপ কুলীনত্ব দাবী করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা ব্রাহ্মণদের কৌলীন্যের অনুকরণ মাত্র। কায়স্থকুলদীপিকা অতি অল্প সময় হইল এই পৃথিবী দর্শন করিয়াছে এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি মানবধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহার প্রাচীনত্ব নাই। অতএব কায়স্থকুলদীপিকাতে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা অতি সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের কায়স্থকারিকা ও কায়স্থকুলদীপিকা এক শ্রেণীর পুস্তক। কায়স্থকারিকা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা২ লিখা হইয়াছে কায়স্থকুলদীপিকা সম্বন্ধেও তাহা প্রযুজ্য। এই দুই পুস্তকে অনেক বিষয়

প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণ করা হইয়াছে। সংস্কৃত বচন দেখিলেই তাহা অমোঘ বলিয়া প্রত্যয় করা বিধেয় নহে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমি কায়স্থদের সম্বন্ধে আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না। এপর্য্যন্ত জাতিমালা সম্বন্ধে যে সব পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহাতে সত্য নির্ণয়ের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নাই। সেই সব পুস্তকেতে কবির কল্পনার অনেক চিহ্ন লক্ষিত হয়। আমার মত অনেক স্থলে তাহাদের মতের বিরুদ্ধ। সত্যাৎ পরোনাস্তি। সত্যনির্ণয় জন্য অনুসন্ধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমি পাশ্চাত্য প্রণালী অবলম্বন-পূর্ব্বক পাঠক ও অপরাপর ভদ্রলোকদিগকে সেই অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। প্রকৃত কথা ধরিতে পারে নাই বলিয়াই পরস্পর কায়স্থদের মধ্যে এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে এতদূর বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয়। তাহা অপনয়ন করা কর্ত্তব্য।

ছোট লাট সাহেবের সেক্রেটরী রিসলি সাহেব জাতি বিভাগ সম্বন্ধে একখানা বৃহদাকার পুস্তক লিখিয়াছেন। ফরিদপুরের বাবু চৈতন্যকৃষ্ণ নাগ বর্ম্মণ তাহার উপরি এক টিপ্পনী বাহির করিয়াছেন। সেই টিপ্পনী এক-দেশ-দর্শী-দোষে-দূষিত। সেই টিপ্পনীতে কায়স্থদের

কায়স্থ কর্ত্তৃক প্রস্তুত করা অন্নখাইতে অন্য কোনজাতির আপত্তি হয় না। বোধ হয় তিনি আসল কথা বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হন নাই। কায়স্থদের সঙ্গে অন্য জাতীয় লোকের এ পর্য্যন্ত বরাবর প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ ছিল। প্রভু অনেক সময় আলস্য বশতঃ কি অন্য কোন কারণ বশতঃ রন্ধনরূপ দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হন না, চাকর দ্বারা সেই কাজ করাইয়া লন এবং অন্যের অজ্ঞাতসারে সেই অন্ন চুপেচাপে ভোজন করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে ব্রাহ্মণ পাচক সদৃশ কায়স্থ চাকরের অন্ন গ্রহণ করিতে কাহার ও আপত্তি নাই।

ব্রাহ্মণগণ।

ব্রাহ্মণদের ঈশ্বরপ্রদত্ত অনেক গুণ আছে। তদ্দ্বারা তাঁহারা হিন্দুসমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। হিন্দুরা ব্রাহ্মণদিগকে দেবতুল্য জ্ঞান করেন। সংস্কৃত ব্রাহ্মণের ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত বচন হইলেই যে তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে, কারণ মনুষ্য মাত্রেই ভ্রমাধীন।

বঙ্গদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন তাঁহারা সামান্যতঃ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সাতশতী

অনুগঙ্গ প্রদেশে ও রাঢ়দেশে বাস নিবন্ধন রাঢ়ী ও বরেন্দ্রভূমে অর্থাৎ পদ্মানদীর নিকটবর্ত্তী দেশেবাস নিবন্ধন বারেন্দ্র নাম হইয়াছে। ইহারা বল্লালসত্ত মর্য্যাদা অনুসারে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও কাপ (বা বংশ) এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইঁহাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ পোনেরটী গাই। যথা—মৈত্র, ভীম, রুদ্র, সঞ্জায়িনী, লাহিড়ী, ভাদুড়ী, ভাদড়া, করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্ট, শালী, লাউড়েল, চম্পটি, ঝম্পটি, আদিত্য ও কামদেবতা। এই পোনের গাই মধ্যে মৈত্র আদি ভাদুড়ি পর্য্যন্ত ছয় গাই কুলীন। ভাদড়া অবধি অবশিষ্ট সমস্ত গাই শ্রোত্রিয়। ইঁহারা শ্রোত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলিক শব্দ কহিয়া থাকেন এবং ভঙ্গকুলীনকে কাপ অর্থাৎ বংশজ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। ইঁহাদিগের ঘটকের সাধারণ নাম কুলজ্ঞ।

রাঢ়ীশ্রেণীয় কুলীনেরা একবার বংশজরূপে পরিণত হইলে আর তাঁহাদিগের উঠিবার শক্তি থাকে না। কিন্তু বারেন্দ্রদিগের সে প্রকার নহে। ইঁহাদিগের মধ্যে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ প্রচলিত আছে।

গোত্র জানিতে পারিলে সে ব্যক্তি কোন্ ঋষির বংশে জন্মিয়াছে তাহা অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। গোত্র শব্দের অর্থ গোচারণ স্থান। ঋষিগণই গোত্র প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। প্রবরগুলিকে

গোত্রের পরিচায়ক মাত্র জ্ঞান করিতে হইবে। যাঁহারা পরাশরগোত্র ভজনা করেন তাঁহারা প্রবর স্থলে তিন পুরুষের নাম কীর্ত্তন করেন; যথা পরাশর, শক্তি ও বশিষ্ঠ এই তিন প্রবর।”

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চব্রাহ্মণের ছাপ্পান্ন জন সন্তান জন্মে এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য বল্লালসেন ৫৬ খানা গ্রাম প্রদান করেন। সেই সমুদয় গ্রামই উত্তরকালে এক এক বংশের পরিচায়ক হয়। এক্ষণে তদনুসারেই বংশ গণনা করা গিয়া থাকে। তদবধি ইহাদিগের অধস্তন সন্তানেরা সেই সেই গ্রামীণ বা গাঁই শব্দে অভিহিত হইলেন। এই মূল ধরিয়াই রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা কহেন “পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা ছাড়া বামন নাই।” ইহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, বঙ্গবাসীদিগের নিকট যাঁহারা উক্ত পঞ্চবিধ গোত্র ও ঐ সকল মূল পুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবেন তাঁহাদিগকে এই ছাপ্পান্ন গাঁই মধ্যে পড়িতে হইবে।

কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশ, সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভবংশ, বাৎস্য গোত্রে ছান্দড় বংশ ও ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ-বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

“দক্ষের সন্তান সংখ্যাও ষোল। ইঁহারাও ভট্টনারা-য়ণ বংশের সন্তানগণের ন্যায় পৃথক পৃথক গ্রামে

বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বসতি গ্রামের নামানুসারে তাঁহারাও সেই সেই গ্রামীণ বা গাঁই বলিয়া লোকসমাজে পরিচিত হইলেন। এই ষোল গাঁইকে এক্ষণে কাহারও আর ভিন্ন গোত্র সম্ভূত বলিয়া ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ইঁহাদের সকলেরই এক বেদ ও এক শাখা ও তদনুসারেই ক্রিয়াকাণ্ড হয়। সকলেই কাশ্যপ গোত্র ও তিন প্রবর। এই ১৬ গাঁই পরস্পর জ্ঞাতি; সকলেরই এক মূল পুরুষ দক্ষ হইতে উৎপত্তি।"

"মহামহোপাধ্যায় মহাকবি শ্রীমান শ্রীহর্ষের ঔরসে চারি সন্তান জন্মে। তাঁহারাও পৃথক্-অন্ন, পৃথক-ক্রিয় ও রাজদত্ত পৃথক্ গ্রামে আবাস গ্রহণ করিলেন। তাহাদিগেরও স্বীয় স্বীয় নিবসতি গ্রামের নামানুসারে তদীয় সন্তানগণ সেই সেই গ্রামীণ বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহামতি শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোষ্ঠী সম্ভূত। যাঁহারা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্র তৎসমস্তই শ্রীহর্ষ-সন্তান।"

বৈদিক ব্রাহ্মণ।

বৈদিকেরা কোন গাঁই বা গ্রামীণ বলিয়া খ্যাত নন; বৈদিক ব্রাহ্মণ নিগাঁই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন

এইরূপ কিংবদন্তি আছে যে কালক্রমে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তানগণ মধ্যে বেদাদির চর্চ্চার হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তখন ইহাঁদিরের অন্য উপদেষ্টার আবশ্যক হয়। তৎকালে দ্রাবিড়াদি দেশে বেদের বহুল আলোচনা ছিল। কান্যকুব্জেরা দ্রাবিড় দেশ হইতে আগত বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদের যথার্থ উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে স্বকীয় আবাসের নিকটেই বাসা করাইলেন। তদবধি ইঁহারা বৈদিক নামে খ্যাত হইলেন। ইঁহারা কোন সময়ে এদেশে আগমন করেন তাহা নির্ণয় করা প্রকৃত প্রস্তাবে বড় কঠিন। ইহাদিগের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প; কিন্তু রাঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান পরম্পরায় আচার্য্য বা তান্ত্রিক গুরুর পদে ব্রতী হইয়া আছেন। ইঁহাদিগের মতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর বাসী সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল, ও উৎকল এই পঞ্চদেশ সমুদ্ভব পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণকেই কান্যকুব্জ শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ইঁহারা কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, অন্ধ্রবাসী ও দ্রাবিড়ী এই পঞ্চ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণকেই বৈদিক সংজ্ঞা প্রদান করেন এবং মথুরা-বাসী চৌবেদিগকে ব্রহ্মাকর্তৃক কল্পিত ব্রাহ্মণ কহেন।

দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যেও কৌলিন্য প্রথা চল আছে। যাঁহারা পূর্ব্বাপর সৎক্রিয়ান্বিত তাঁহারাই

কুলিন। ইহাদিগের অন্যপূর্ব্বা কন্যা মৌলিকেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই মৌলিকেরা বৈদিক বংশে হেয় বলিয়া পরিগণিত। কুলীনেরা মৌলিক বংশের কন্যা গ্রহণ করিলেই বংশজ হন। বংশজেরা কুলিনকে কন্যা দিতে পারেন, কিন্তু কুলিনের কন্যা গ্রহণ করিতে অনধিকারী। উপরোক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাহারা কুলিন নহে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ অধমবর্ণের পৌরিহিত্য স্বীকার পূর্ব্বক বর্ণ ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন; কোথাও বা অগ্রদানী কোথাও বা গ্রহাচার্য্য রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতগুলি লোক আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী; অর্থাৎ রাঢ়ী বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতি প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে, দাক্ষিণাত্য, বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এইপ্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহ সুত্রে সম্বদ্ধ হইলেন, তাঁহাদিগকে তৎপ্রদেশস্থ শুদ্ধবংশের লোকেরা মধ্যশ্রেণী উপাধি দিলেন। তদ্-

বধি তাঁহারা সমাজ মধ্যে মধ্যশ্রেণী বলিয়া পরিচিত। এক্ষণে ক্রমশঃ ঐ দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে সামবেদ অধিক প্রচলিত। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহাদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা চল নাই।

পশ্চিমা ব্রাহ্মণ।

এ দেশে যাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই, অথচ স্বদেশের সমান ঘরে ও সমান বরে আদান প্রদান করিতে সমর্থ হইতেছেন না এবং এদেশীয়-দিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত নাই, তাঁহাদিগকে ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ কহা যায়, যথা তেওয়ারী, পাঁড়ে, মিশ্রী, অগ্নি-হোত্রী, দোবে, চৌবে, উপাধিধারীগণ। ইঁহারা প্রায় দোভাষী এবং বাঙ্গালী পরিচ্ছদ ও হিন্দুস্থানি পরি-চ্ছদের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার দোরোকা পরিচ্ছদে আপনাদিগকে শোভিত করেন। ইহারা পরিবারের মধ্যে প্রায়ই হিন্দিতে কথাবার্ত্তা কহেন। ইঁহারা বৈদিক কার্য্যে অনুরক্ত, তান্ত্রিক কার্য্যে তাদৃশ যত্নবান বলিয়া প্রতীত হন না। চৌবে অর্থাৎ যাঁহারা চারি বেদের যে কোন বেদ অনুসারে চলে এবং দোবে

অর্থাৎ দুইবেদের একতর ইচ্ছানুসারে অনুসরণ করেন। আর সকলে একবেদ অবলম্বন করিয়াছেন।

সাতশতী ব্রাহ্মণ।

বর্ত্তমান সময়ে যে সব ছাত্র ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের বোধ হয় ভারতবর্ষের ইতিহাস অপেক্ষা ইংলণ্ডের ইতিহাস ভাল জানা আছে। কেল্ট জাতীয় আদিম নিবাসীগণ গাছের বল্কল দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিত; তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া ডেনমার্ক দেশবাসী দিনেমারেরা সেই দেশের উত্তরাংশে বাস করিতে আরম্ভ করে। দিনেমারদের অভিযানের 'পর হলণ্ড, বেলজিয়ম ও জর্ম্মনিদেশ হইতে সাকসন্‌জাতি ইংলণ্ডে আগমন পূর্ব্বক তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করে। নরওয়ে ও সুইডেন হইতেও একদল তথায় যাইয়া বাস করিতে থাকে। এই ভিন্ন২ জাতির সংমিলনে এক নুতন জাতির সৃজন হয়। সুবিখ্যাত মহাবীর আলফ্রেড তাহাদের একজন রাজা ছিলেন এবং হারোল্ড সর্ব্বশেষ রাজা। ফ্রান্সের উত্তর কূলে নরমাণ্ডী নামে এক প্রদেশ আছে। সেখানকার ডিউক বিজেতা উইলিয়ম হারোল্ডকে হেষ্টিংসের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া নর্ম্মান জাতির একাধিপত্য ইংলণ্ডে সংস্থাপন করেন। এই

সমস্ত জাতির সংঘর্ষণে বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

বঙ্গদেশের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হয়। মহারাজাধিরাজ অশোকের সময় হইতে আদিশূরের রাজত্বের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল। সেই গতিকে এদেশ হইতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান প্রায় লোপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি ভারতবর্ষ হইতে এককালে ব্রাহ্মণ্য রহিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভট্টকুমারিল স্বামি ও শঙ্করাচার্য্যের উৎসাহ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া হিন্দুরা বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার এদেশে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এরূপ জনশ্রুতি যে আদিশূরের সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘরমাত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণ বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 'অনেকে অনুমান করেন যে হিন্দুদের মধ্যে সেই অন্তর্বিরোধ (Civilwar) অনার্য্যদিগের সাহায্যে নিবারিত হইয়াছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল।

সংস্কৃত কবিদের মতানুসারে ৯৯৯ শকে কান্যকুব্জ-হইতে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি সংস্কৃত কবিদের কথায় কোন আস্থা

প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ ইঁহারা অনেক সময় সত্য নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। যদ্রূপ ইংলণ্ডে ইয়ুরোপ মহাদেশ-হইতে ভিন্ন২ জাতির আক্রমণদ্বারা বর্ত্তমান ইংরেজ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে; তদ্রূপ ভারতবর্ষে পশ্চিম হইতে প্রথমতঃ বিহার ও তৎপরে বঙ্গদেশে আর্য্যেরা বিস্তৃত হইয়াছিলেন। সেই আর্য্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীর লোকই ছিল। আর্য্যেরা আদিম নিবাসীদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগকে শূদ্রাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণদের যে একবার মাত্র আগমন হইয়াছিল এমন নহে। আজ পর্য্যন্ত সেই স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমি ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে মিশ্রি, পাঁড়ে প্রভৃতি পশ্চিমা ব্রাহ্মণদের কথা উল্লেখ করিব। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যাগের জন্য পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন কবির কল্পনা বই আর কিছুই নহে।

যদি "কুলিন" শব্দে ভাল অবস্থাপন্ন সচ্চরিত্র লোক বুঝা যায়, তবে বোধ হয় অনেকেই কৌলিন্য মর্য্যাদার দাবী করিতে পারেন। সাতশতী ব্রাহ্মণেরা সেই নিয়মানুসারে নবগুণ সম্পন্ন হইলে কেন যে কুলিন হইবে না তাহার কোন কারণ নাই।

ক্ষত্রিয় জাতী।

ব্রাহ্মণগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণ মধ্যেও বংশ মর্য্যাদার তারতম্য অনুসারে সম্মান সংস্থাপিত হইয়া থাকে।

ইঁহাদিগের মধ্যে	সূর্য্যবংশীয়	অযোধ্যাবাসী
” ” ”	চন্দ্রবংশীয়	মগধদেশ বাসী।
” ” ”	যদুবংশীয়	মথুরা ও দ্বারিকাবাসী।
” ” ”	নাগবংশীয়	সিন্ধুদেশ বাসী।
” ” ”	অগ্নিকুলসম্ভব	রাজস্থান বাসী।
” ” ”	রাঠোরবংশীয়	উজ্জয়িনীবাসী।
” ” ”	কুরুবংশীয়	হস্তিনা বাসী।
” ” ”	গর্গবংশীয়	ঝালোয়ার বাসী।
” ” ”	রাণাকুল	উদয়পুর বাসী।

ইঁহারাই ক্ষত্রিয় দিগের মধ্যে কুলিন স্থানীয়।

স্বায়ম্ভুব মনু প্রজাপতি দিগের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কীর্ত্তিত হন। সায়ম্ভুব মনু পিতামহের নিকট হইতে বেদ শ্রবণ করেন এবং শ্রুতিগুলি স্মরণ করিয়া রাখেন। এবং ব্রহ্মাকে নিজের স্মৃতি বাক্যগুলি শ্রবণ করান। পিতামহ ঐগুলি শ্রুতির অনুরূপ হইয়াছে দেখিয়া ঐগুলির নাম স্মৃতি বা মাননীয় ধর্ম্মশাস্ত্র রাখিলেন, তদবধি বেদের নাম শ্রুতি এবং মনুর বাক্যগুলির নাম স্মৃতি হইল। মনু নিজ সংহিতায়

আদ্যোপান্ত যথারীতি মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে শিক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি ভৃগু মহোদয় এরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলেন যে অন্যান্য মহর্ষিরা মনুর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেও মনুমহাশয় তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া কেবল মহর্ষি ভৃগুর বাক্যেই মনুর অনুরূপ বাক্য বলিয়া স্বীকার করেন। তদনুসারে মহর্ষি ভৃগু ঐ মাননীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতারূপে নিবন্ধ করেন এবং পর্য্যায় ক্রমে আবার ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত কাণ্ডে বিভক্ত করেন। এক্ষণে আমরা যে শাস্ত্র খানিকে মাননীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র বা স্মৃতি বলি উহা মহর্ষি ভৃগুকর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

ব্রাহ্মণগণ যেমন পৃথক২ গোত্র সম্ভূত ও তদনুসারে পৃথক্ পৃথক্ বংশাবলী বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দেন ক্ষত্রিয়েরাও তদনুরূপ। ক্ষত্রিয়ের ঔরসেও বৈশ্য জাতীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে তাহার নাম রাজপুত। রাজপুতদের করিপয় বংশের মধ্যে এমন একটী প্রথা প্রচলিত আছে যে, কন্যা জন্মিবা মাত্র তাহার প্রাণনাশ করা হয়। ইংরেজ শাসনে এইক্ষণ কন্যাসন্তান বিনাশ অত্যন্ত কম হইতেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ক্ষত্রিয় জাতি প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল। তজ্জন্য যবনেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তাহা জয় করিয়া একাধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম

হইয়াছিল। যদিও মহারাষ্ট্রীয়েরা পরে সেই ভারতবর্ষের হৃত স্বাধীনতা কতক পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজেরা মহারাষ্ট্রীয় দিগকে নানা যুদ্ধে পরাভূত করিয়া একছত্র শাসন বিস্তার করাতে হিন্দুর আশা নিরাশাতে পরিণত হইয়াছে।

শূদ্রজাতি।

আমি শূদ্র জাতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে সবিস্তার লিখিয়াছি। কেহ কেহ বলেন এক্ষণে প্রকৃত শূদ্র নাই, অনেকেই বর্ণসঙ্কর রূপে পরিণত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থদের মধ্যে তালাস করিলে অনেক প্রকৃত শূদ্র পাওয়া যায়।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ সৎশূদ্র ও প্রকৃত শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, যাহারা প্রকৃত শূদ্র বলিয়া জানে তাহারা আপনাদিগের নাম নির্দ্দেশ কালে জাতীয় উপাধি বলিবার পূর্ব্বে "দাস শব্দ" সংযোগ করিয়া থাকেন।

বর্ণসঙ্করের অনেক জাতি ব্রাহ্মণবৎ দশ রাত্রি অশৌচ ব্যবহার পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। তথাপি কি তাহারা সৎশূদ্র অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রাপ্ত হয়? উত্তর কখনই নহে।

এক্ষণে শাস্ত্রানুসারে দেখা যাইতেছে যে অন্যান্য

শূদ্রগণ বর্ণসঙ্কর বলিয়া খ্যাত। সম্বন্ধ নির্ণয় পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তার মতানুসারে কায়স্থ সমেত বঙ্গীয় শূদ্রগণকে সামান্যতঃ চারি প্রধান শাখায় বিভক্ত করা যায়।

"(১) সৎশূদ্র (২) জল আচরনীয় (৩) জল অব্যবহার্য্য (৪) অস্পৃশ্য।

"নবশাখ ও কায়স্থ সমাজদ্বারা সৎশূদ্র সমাজ সংঘটিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের পুরোহিত এক। গোত্র ও অনেক স্থলে সমান। আচার ব্যবহার পরস্পর অনুরূপ। ইহারা পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন। আধুনিক পুরোহিতের গোত্রানুসারে গোত্র পরিবর্ত্তন বা নূতন প্রাপ্তির উপায় নাই।

জল আচরণীয় শূদ্র—যে সকল শূদ্রজাতির জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতিরা গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে অশূচী জ্ঞান করেন না তাহাদিগকেই জল আচরণীয় বলা যায়।

জল অব্যবহার্য্য-বর্ণ চতুষ্টয়ের উচ্চ জাতিরা যাহাদের স্পৃষ্ট জল অপবিত্র জ্ঞান করেন তাহাদিগকে জল অব্যবহার্য্য শূদ্র কহা যায়। অস্পৃশ্য শূদ্র—যাহাদের সংস্পর্শ মাত্রে অপবিত্রতা জন্মে।"

সম্বন্ধ নির্ণয় পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা যে ভাবে শূদ্রদিগকে বিভাগ করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃই

ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ; কারণ মনুসংহিতাতে যে সমস্ত শূদ্রের উল্লেখ আছে তাহারা সকলেই জল আচরণীয় এবং তাহাদের মধ্যে কেহই অস্পৃশ্য নহে। হেডমাষ্টার মহাশয় আদিম নিবাসী দিগকে শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত করিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি আদিম নিবাসীদের মধ্যে যাহারা হিন্দু-সমাজে গৃহীত হইয়া কায়স্থ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের ও জল আচরণীয় হইয়াছে।

বৈশ্যজাতি।

কৃষ্ণনগর নর্ম্মাল স্কুলের হেড্‌মাষ্টার তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয় নামক পুস্তকে বৈশ্যদের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"ইঁহারাও দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য। এই জাতি ব্রহ্মার উরু হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার প্রায় ক্ষত্রির সদৃশ, তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা ও আছে। সেগুলি আচার ব্যবহার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইবে।"

"বৈশ্যদিগের জাতীয় ব্যবসায়—কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ ব্যবহার। ইহাদিগের সাধারণ নাম বণিক। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যগণ শূদ্র মধ্যে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং এস্থলে তাঁহাদিগকে পৃথক্ নির্দ্দেশের আব-

শুকতা দেখা যায় না। শূদ্রপ্রকরণে তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ ও বৈশ্যত্বের অভাব লিখিত হইবে।"

যাঁহারা বৈশ্য ছিল তাঁহাদের বৈশ্যত্ব যাওয়ার আমি কোন কারণ দেখি না। বৈশ্যেরা উপবীত ধারী দ্বিজ। তাঁহারা অনেক দিন যাবৎ বঙ্গদেশে বাস করিয়া যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, তদ্দ্বারা তাঁহাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও চরিত্র বিনষ্ট হয় নাই। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশ্য, তাঁহাদের পুনর্ব্বার উপবীত গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই। বৈশ্যদের সম্বন্ধে এই পুস্তকের প্রথম ভাগে আমি সবিস্তার লিখিয়াছি। কলিকাতা, ঢাকা, মথুরা, মালদহ, প্রভৃতি প্রধান ও পুরাতন নগরে বৈশ্যদিগকে এইক্ষণ ও অমিশ্রিত অবস্থাতে পাওয়া যায়।

কৈবর্ত্ত।

কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত। দাস ও নাবিক। যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও দাস্যবৃত্তি করে তাহারাই হেলে কৈবর্ত্ত (দাস) ও যাহারা মৎস্যসঞ্চয় ও নাবিকের কার্য্য করে তাহারা (জেলে) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় নহে। এই জেলেরা জেলে শব্দে আখ্যাত নহে, ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে। জেলে বলিলে অত্যন্ত ক্রোধ

করে। ইহারা কহে জেলে শব্দে চণ্ডাল জাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়। রঙ্গপুর অঞ্চলে যদ্রূপ রাজ-বংশীয়গণ কায়স্থ শ্রেণীতে ক্রমশ ভুক্ত হইয়াছে, শ্রীহট্টে ও হেলে কৈবর্ত্তদের তদ্রূপ অবস্থা হয়।

রঙ্গপুর ও দিনাজপুরাদি উত্তর অঞ্চলে ক্ষ্যাণ নামে এক শ্রেণীর লোক আছে। তাহারাও অন্যের নিকট কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু প্রকৃত কৈবর্ত্তের নিকট ধরা পড়ে। সে যাহাই হউক স্থানে স্থানে ইহাদিগের দাস্যবৃত্তি ও জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির মধ্যেও চলিত দেখা যায়।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর দাস নামে একপ্রকার কৈবর্ত্ত আছে। তাহারা ও দাস্য বৃত্তি করিয়া থাকে। ইহারা বলে সত্যবতী যে কৈবর্ত্তের বাটীতেছিলেন সেই কৈবর্ত্তের বংশীয়েরাই পরাশর দাস নামে খ্যাত।

ঢাকার ভূতপূর্ব্ব স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর ক্লাকসাহেব নৌকায় অবস্থান কালে একবার জেলেদের গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন, যদি হিন্দুদের মধ্যে তান লয় থাকে, তবে জেলেদের গানেতেই আছে। হিন্দুদের মধ্যে সঙ্গীত ও বাদ্যের যত দূর উন্নতি হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য কোন জাতির মধ্যে নহে। ইংরেজদের মধ্যে মাত্র সঙ্গীতের চর্চ্চা আরম্ভ। ক্লাকসাহেবের এই

বিষয় জানা না থাকাতেই ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। ঢাকা নগরে সঙ্গীত বিদ্যার যথেষ্ট আদর আছে।

গোপ।

এই জাতির কৃত দধি, দুগ্ধ, নবনীত প্রভৃতি বস্তু সর্ব্বত্র প্রচলিত। উড়িষ্যায় যাহারা গৌড় বলিয়া আখ্যাত, পশ্চিমে আহির বা মথুরাবাসী বলিয়া খ্যাত ও বঙ্গে গোপ বলিয়া খ্যাত তাহারাই প্রকৃত গোপ শব্দে বাচ্য। এই জাতির মধ্যে বহুতর শাখা প্রশাখা আছে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে বৈশ্য সন্তান তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহাদিগের মধ্যে যাহারা গোরু দাগে তাহাদিগকে ভোগা গোয়াল বলে, তাহাদিগের জল অব্যবহার্য্য।

নদীয়া জিলাতে গোপরা ময়রার ব্যবসায়ও করিয়া থাকে। পূর্ব্বে আমি গোপদের সম্বন্ধে লিখিয়াছি।

স্বর্ণবণিক ও গন্ধবণিক।

"বঙ্গদেশবাসী বণিকগণ শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। কংস, শঙ্খ ও গন্ধবণিকগণ নবশাখ মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে কালোয়ার যে প্রকার,

বঙ্গদেশে স্বর্ণবণিক (সোণার বেনে) স্বর্ণকার বা (সেকরা) সেই প্রকার জল অস্পৃশ্য শূদ্র মধ্যে গণ্য।*

স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারদের জল কেন অস্পৃশ্য হইল তৎসম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তী আছে। (১) কেহ কেহ বলেন ইহারা মাতৃকর্ণের সোণা চুরি করিয়া লইয়াছিল। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত বিশ্বাস ঘাতক ও ঘৃণিত মনে করিয়া ইহাদিগের জল অব্যবহার্য্য জ্ঞান করেন। তদবধি ইহারা এই প্রকার হেয় হইয়া আছে। (২) দ্বিতীয় কিংবদন্তী এই যে মহারাজ বল্লাল সেনের পিতৃ অথবা মাতৃ শ্রাদ্ধে সুবর্ণ নির্ম্মিত কতকগুলি ধেনু দান হয়, ঐ সকল ধেনুর অন্তরে অলক্তক সংরক্ষিত হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠীগণ স্বর্ণকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বশতঃ রাজার সমীপে প্রদানের পূর্ব্বে আর পরীক্ষা করেন নাই। পরে মহারাজা সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকারের ধূর্ত্ততা অবগত হইয়া এই দণ্ড দেন যে তাঁহার অধিকার মধ্যে যত স্বর্ণবণিক্য আছে তাহারা সকলেই অস্পৃশ্য হইবে।

ইহাদিগের আচার ব্যবহার মন্দ নহে, অনেক স্থলেই উচ্চ জাতীয় সৎশূদ্রের ন্যায়। কিন্তু ইহাদিগের পুরোহিতকে জাতীয় (একজেতে) পুরোহিত বলে, তাঁহারা ও সমাজ মধ্যে চলিত নহেন।

চন্দ্র, আঢ্য, দত্ত, দে, মল্লিক প্রভৃতি শূদ্র উপাধি

ইহাদিগের মধ্যে প্রধান। তদনুসারেই ইহারা পৃথক্ পৃথক কুলসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হন। বাণিজ্যাদি ইহাদিগের প্রধান অবলম্বন। ইহাদিগের মধ্যে সপ্ত গ্রামের, সুবর্ণগ্রামের ও মামুদপুরের বণিকগণই শ্রেষ্ঠ। মামুদপুর যশোহর জিলার অন্তর্গত। সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ হুগলীর নিকটে এবং সুবর্ণগ্রাম বা সোণার গাঁ ঢাকা জিলার অন্তর্গত হয়। কলিকাতার সোণার বেনেরা অত্যন্ত ধনাঢ্য এবং রাজার নিকটে সম্মানিত।

বর্ণসঙ্কর।

আমরা পুরাণ, তন্ত্র ও স্মৃতি যাহা দেখি তাহাতেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির পর সঙ্কর জাতি বলিয়া একটী সাধারণ নাম দেখিতে পাই। পৃথক জাতি অর্থাৎ পঞ্চম জাতি দেখিতে পাই না। বর্ণ সঙ্করের প্রত্যেকেই পৃথক জাতি, কেহ কাহারও জল গ্রহণ করে না। প্রত্যেকেরই পুরোহিত পৃথক, প্রত্যেক জাতির পুরোহিতই বর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত।

ভারতচন্দ্রের সময়েও এদেশে যতপ্রকার নীচ জাতীয় লোক ছিল তাহার নির্ণয় করা আছে। তৎকৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের মধু ধারা মধ্যে ছত্রিশ জাতির

বিন্দুপাত আছে। তাহা পাঠ করিলে তৎকালের জাতি পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। যথা—

আগুরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাসা ধোপা কৈবর্ত্ত অনেক।
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগদী হাড়ি ডোম মুচী শুড়ী॥
কুর্ম্মী কোরাঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালি বাজিকর॥
বাইতি পটুয়া কাণ কসবি যতেক।

কিন্তু সে সময় চাঁই, বাঁই, বাউরী, চাক্, কোঁচ, পলিয়া পুঁড়া, (পুণ্ডরীক্) রাজবংশী, কাহার, গন্ধর্ব্ব, অগ্গর প্রভৃতি কতকগুলি জাতি বিদ্যমান ছিল, অধুনা তাহাদিগের বংশাবলী অনেক স্থলে বিস্তৃত দেখা যায়। বোধ হয় ভারতচন্দ্র কেবল বর্দ্ধমানের বর্ণন করিতে ছিলেন বলিয়াই অপরগুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; কেননা সকলগুলির এক নগরে অবস্থান সম্ভব বিবেচনা করেন নাই। ভারতচন্দ্রের বর্ণিত লোকদিগের মধ্যে অনেক আদিম নিবাসী লোক রহিয়াছে, তাহাদিগকে সঙ্করজাতি বলিয়া বর্ণন করা ভ্রম বই আর কিছুই নহে। সঙ্করজাতি সম্বন্ধে কতকটা এই পুস্তকের প্রথমাংশে লিখিয়াছি।

অপসদ।

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, বৈশ্যার গর্ভজাত ও শূদ্রার গর্ভজাত এই তিন প্রকার ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ব্ভে জাত ও শূদ্রার গর্ভজাত এই দুইপ্রকার; বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে জাত এক-প্রকার; সর্ব্বসমেত ছয়প্রকার বর্ণসঙ্কর অপসদ শব্দে অভিহিত হয়।

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত সন্তান আযোগব; ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর সন্তান ক্ষত্তা '(যাহাকে বঙ্গ-দেশে পুত্রি বলে) ও বৈশ্যার গর্ভজাত সঙ্কর সন্তানকে চণ্ডাল অর্থাৎ নরাধম বলা যায়। মুর্দ্দা ফরাস বা ঘাতক—চণ্ডালের ঔরসে নিষাদীর গর্ব্ভেজাত সন্তান। ইহারা হতব্যক্তির বস্ত্রাদি গ্রহণ করে ও চিতা প্রস্তুত করে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের বধকার্য্যও সম্পন্ন করে। কোটাল ইহাদের আর একটী নাম হয়।

আদিম নিবাসী দিগকে ও বর্ণসঙ্কর শ্রেণীভুক্ত করিলে এই একটা মস্ত ভুল হয় যে তাহাদিগকেও আর্য্যসন্তান মধ্যে পরিগণিত করা হয়; কিন্তু আমি ইতঃপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ভারতবর্ষে আদিম নিবা-সীরা আটলানটিয়ন্ জাতি সম্ভূত অর্থাৎ ইহারা মনুষ্য জাতির চতুর্থ স্তর হয় এবং আর্য্যেরা পঞ্চম স্তর হয়

অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক নাই। রাবণ রাজা প্রভৃতি রাক্ষসগণ এই চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত। অবশ্য রাবণ রাজার পার্থিব বৈভবের অবধি ছিল না। কিন্তু এই দুই জাতির ভাষাগত অনেক পার্থক্য রহিয়াছে; ফলতঃ এক জাতির ভাষা হইতে অন্য জাতির ভাষা একেবারে বিভিন্ন।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কারেবী সাগরের উপকুলে সেন্টামটা প্রদেশ আছে। তাহার পশ্চাৎভাগে যে পর্ব্বত শ্রেণী দৃষ্ট হয় তন্মধ্যে যে সব রহস্য রহিয়াছে ইয়াকটন্ প্রদেশের বনস্থিত রহস্যের ন্যায় তৎসমস্তের কেহই এপর্য্যন্ত মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। বরং মিসরদেশের পিরামিদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক অধিক জানা আছে। সমুদ্রের জলসীমা হইতে হাজার হাজার ফুল উপরে আমেরিকাতে যে সব রাজপথ রহিয়াছে তাহা এইক্ষণ পর্য্যন্ত লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কে কোন সময়ে সেই সব পথ প্রস্তুত করিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। যে সব বৃহদাকার প্রস্তর খণ্ড সেই সব পথের উপরে বিছান রহিয়াছে তাহা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। পিরামিদের প্রস্তর আনিতে যে কষ্ট ও অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেই সমস্ত পথের প্রস্তর বহন করা তদপেক্ষাও অধিক কষ্টকর হইয়াছিল। সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে

আজকাল অনেক অট্টালিকা ও মন্দির ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে, তৎসমস্তের কারুকার্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। ইনকাদের অপেক্ষা ও অধিক পুরাতন আজতেক ও মারাজাতি প্রাচীন আমেরিকার এই সব স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পার্থিব বৈভবের পরিসীমা ছিলনা। রামায়ণে উল্লিখিত মহীরাবণের দেশ এই হয়, অন্য স্থান নহে। সেই সব লুপ্ত জাতির স্মরণার্থ এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ ব্যতীত খোদিত কি লিখিত আকারে কিছুই নাই। আমেরিকার আজতেক মারা ও ইনকাগণ সমস্তই সেই আটলানটিয়ন নামক চতুর্থ স্তরের অন্তর্গত।

ধর্ম্ম শাস্ত্রকারদিগের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত। যেহেতু মাতৃ গর্ব্ভে প্রথম জন্ম, উপনয়ন কালে সাবিত্রীগ্রহণ দ্বারা দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ; প্রথম জন্মদ্বারা বহিরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়াদির জ্ঞান হয়, দ্বিতীয় জন্মদ্বারা আত্মজ্ঞান জন্মে, তদ্দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়ে শুদ্ধি-বিধান ও ব্রহ্মনির্ণয়ে সামর্থ্য হয়; এই কারণে ইহাদিগের দ্বিজ সংজ্ঞা গ্রহণে অধিকার আছে। চতুর্থ জাতি শূদ্র ইহাদিগকে একজাতি (একজ) বলে।

অনেকে স্বার্থান্ধ হইয়া নানাপ্রকার মিথ্যা বর্ণন করিতে পারে; কিন্তু যে দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ অল্প-বিদ্যা-হেতু এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ হিন্দু-জাতির ভূষণ স্বরূপ বৈশ্যদিগকে শূদ্র শ্রেণীতে পাতিত করিয়া নবশাখ প্রভৃতি অভিনব নামে অভিহিত করিয়াছে, সেই দেশের জাতীয় ইতিহাসের যে কোন গৌরব নাই, তাহা অধিক কথায় বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অনেক দিন হইল হিন্দুজাতির অধঃপতন হইয়াছে। দেশেতে যেরূপ প্রতি সন লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষদ্বারা বিনষ্ট হইতেছে এবং তৎসঙ্গে ম্যালেরিয়া জ্বর ও মারিভয়দ্বারা অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সেই দরিদ্র দেশের বিনাশ অতি নিকটে হয়। দৃষ্ট হয় দেশেতে ভদ্র লোক প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছে এবং তৎস্থলে ভাণ্ডারী শ্রেণীর লোক উচ্চ২ পদ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

জাতি বিভাগের অনিষ্টকারিতা এবং তাহার প্রতি-বিধান সম্বন্ধে ইংরেজী পুস্তকে যাহা লিখা আছে তাহার অনুবাদ এই পুস্তকে করা গেল না। সেই বিষয় জানিতে যাঁহারা কুতূহলী আমি তাঁহাদিগকে সংক্লত ইংরেজী পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষাতে জাতি বিভাগ বিষয়ে যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কোন গ্রন্থকারই সত্য

নির্ণয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্পষ্টতঃ দেখা যায় ঐ সমস্ত পুস্তক সংস্কৃত কায়স্থ কুলদীপিকা, স্কন্দপুরাণ অথবা কায়স্থকারিকার অনুবাদ মাত্র। এই সমস্ত সংস্কৃত পুস্তক লেখকগণ অধিকাংশ সময়ে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা পুস্তক সকল সংস্কৃত পুস্তকের অনুকরণ মাত্র। কেহই বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় প্রথার অনুসরণ করেন নাই। যদি কেহ ভবিষ্যতে জাতি বিভাগরূপ কঠিন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, আমি তাঁহাকে অনুরোধ করি যে তিনি বিজ্ঞানের নিয়ম অবলম্বন করিয়া প্রকৃত কথা জানিতে চেষ্টা করেন।

সমাপ্ত

শুদ্ধি পত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা
অরবী	আরবী	৫৫
অনুপনীত	অনুপবীত	৫৭
আশ্চর্য্যে	আশ্চর্য্যের	৩১
উপনীত	উপবীত	৫৭
কার্গে	কার্য্যে	৪৯
গঙ্গাণাঞ্চ রঙ্গাণাঞ্চ	গঙ্গানাঞ্চ রঙ্গনাঞ্চ	২১
জীবেদ	জীবেদ্	২৬
দ্বিজয়নং	দ্বিজন্মনাং	৬০
পথদশ	পঞ্চদশ	৪৫
প্রাচীবত্ব	প্রাচীনত্ব	৫৪
বশের	বংশের	৯
িণির্ম্মিত	বিনির্ম্মিত	২২
ব্রহ্ম	ব্রহ্মা	৯
ভূক্ত	ভুক্ত	১০
মধ্যে২	মধ্যে২	২
যাহরা	যাহারা	৫৯
রিরাবৃতাঃ	বিরাবৃতাঃ	২৪
শত সহস্র	শত শত	৪৩
শান্ত প্রকৃ	শান্ত প্রকৃতিও	১৮
ষময়ে	সময়ে	৫৪
স্বর্ণঙ্কার	স্বর্ণকার	১৭